CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৭১ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-1 ■ 2 October, 2024 ■আগরতলা ২ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ১৫ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বন্যা পীড়িত ১৪টি রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ৫৮৫৮.৬০ কোটি টাকার মঞ্জুরি

ত্রিপুরা পেল ২৫ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বন্যাত্রানে ১৪ টি রাজ্যের জন্য ৫ হাজার ৮৫৮ কোটি ৬০ লাখ টাকার অনুদান রাশি মঞ্জুর করেছে। ষ্টেট ডিজাস্টার্স রেসপঞ্জ ফান্ড এস ডি আর এফ -এর কেন্দ্রীয় অংশ বাবদ এবং ন্যাশানাল ডিজাস্টার রেসপঞ্জ ফান্ড এর আগাম অনুদান রাশি হিসাবে এই টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। অনুদান রাশির মধ্যে মহারাষ্ট্রের জন্য ১৪৯২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া অন্ধ্র প্রদেশের জন্য ১০৩৬ কোটি, আসামের জন্য ৭১৬ কোটি, গুজরাটের জন্য ৬০০ কেটি, বিহারের জন্য ৬৫৫ কোটি ৬০লাখ, হিমাচল প্রদেশের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে ১৮৯ কোটি ২০ লাখ টাকা। এছাড়া কেরালাকে ১৪৫.৬০ কোটি, মণিপুরকে ৫০ কোটি, মিজোরামকে ২১.৬০ কোটি, নাগাল্যান্ডকে ১৯.২০ কোটি, সিকিমকে ২৩.৬০ কোটি, তেলেঙ্গানাকে ৪১৬.৮০ কোটি, ত্রিপুরাকে ২৫ কোটি এবং পশ্চিমবঙ্গকে ৪৬৮ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষার সময় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার কবলে পড়ে এবং ভূমিধসের কারণেও এই রাজ্যগুলি প্রভাবিত হয।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নির্দেশনায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। সাম্প্রতিক সময়ে বন্যা-দুর্গত ত্রিপুরাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরও জানিয়েছেন রাজ্যের বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসডিআরএফ খাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সদস্যতা অভিযানে প্রথম পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছায়নি বিজেপি, আত্মমন্থন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় সদস্যতা অভিযানে প্রথম পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি বিজেপি। তাই দ্বিতীয় পর‍্যায় শুরু হওয়ার পূর্বে আত্মমন্থনে বসেছেন দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

আজ রাজধানী আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের মিলনায়তনে পর‍্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ দুশ্যন্ত কুমার গৌতম, সদস্যতা অভিযানে ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সাংসদ তথা দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ, প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে সদস্যতা অভিযান-২০২৪ কেন্দ্র করে এবং রাজ্যে এই অভিযানকে আরও তরান্বিত করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে পর‍্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে ।এদিন তিনি আরও বলেন, সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ৩ সেপ্টেম্বর থেকে সদস্যতা অভিযান কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। চলেছে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৫ বছর অন্তর অন্তর এই সদস্যতা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়ে অনলাইনে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার এবং অফলাইনে প্রায় দেড় লক্ষ জন বিজেপির সদস্যতা গ্রহণ করেছেন। আগামীদিনে এই অভিযানকে আরও তরান্বিত করার লক্ষ্যে আজকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সগৌরবে একাত্তর বছরে জাগরণ

।। সন্দীপ বিশ্বাস।।

হাজারো ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া জাগরণ আজ একাত্তর বছরে পা দিয়াছে। ১৯৫৪ সালের দোসরা অক্টোবর জন্মলগ্ন থেকেই দৈনিক প্রকাশনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল জাগরণ। আজ বহু স্মৃতি শুধুই উঁকি মারিতেছে। দীর্ঘ একাত্তর বছরে জাগরণ হারাইয়াছে তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বাধীনতা সংগ্রামী জিতেন্দ্র চন্দ্র পালকে। তাঁর অনুজ প্রতীম জাগরণ-এর সর্বশেষ কর্ণধার পরিতোষ বিশ্বাস দুরারোগ্য ব্যাধির সাথে কঠিন লড়াই সংগ্রামের পর গত তেইশে ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হইয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণে ত্রিপুরার সংবাদ জগতে এক অধ্যায়ের সমাপ্তি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। তাই, আজ জাগরণ-এর বর্ষপূর্তি-তে তাঁহার শূন্যতা আমাদের ব্যথিত করিতেছে। কারণ, পরিতোষ বিশ্বাস জীবনের শেষ দিন পর‍্যন্ত জাগরণকে নিজের বুকে আগলাইয়া রাখিয়াছেন। সজ্ঞানে তাঁহার শেষ কথা ছিল, জাগরণ আমার প্রাণ।

অতীতের পাতায় ফিরিয়া দেখিলে অনেকেরই হয়তো মনে পড়িবে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরায় দৈনিক পত্রিকা ছিল শুধুই জাগরণ। স্বর্গীয় জিতেন্দ্র চন্দ্র পালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খুবই ছোট পরিসরে জাগরণ প্রকাশিত হইত। অর্থবল তেমন ছিল না, তাই তাঁহাকে প্রতিনিয়ত পত্রিকা প্রকাশনায় সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সময়ের সাথে দেশের এবং রাজ্যের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হইলেও সত্য জাগরণ-র কলেবর তেমন বৃদ্ধি হয় নাই। অবশেষে ১৯৮১ সালে জাগরণ প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব স্বর্গীয় জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল তুলিয়া দিয়াছিলেন পরিতোষ বিশ্বাসের কাঁধে।

জাগরণ প্রকাশনার শুরু থেকেই নানাহ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন পরিতোষ বিশ্বাস। আর্থিক সংকট এই পত্রিকা প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু, হাজারো প্রতিকূলতার মাঝেও জাগরণকে বুকে আগলাইয়া রাখিয়াছেন তিনি। পত্রিকার প্রতিষ্ঠান বিরোধী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

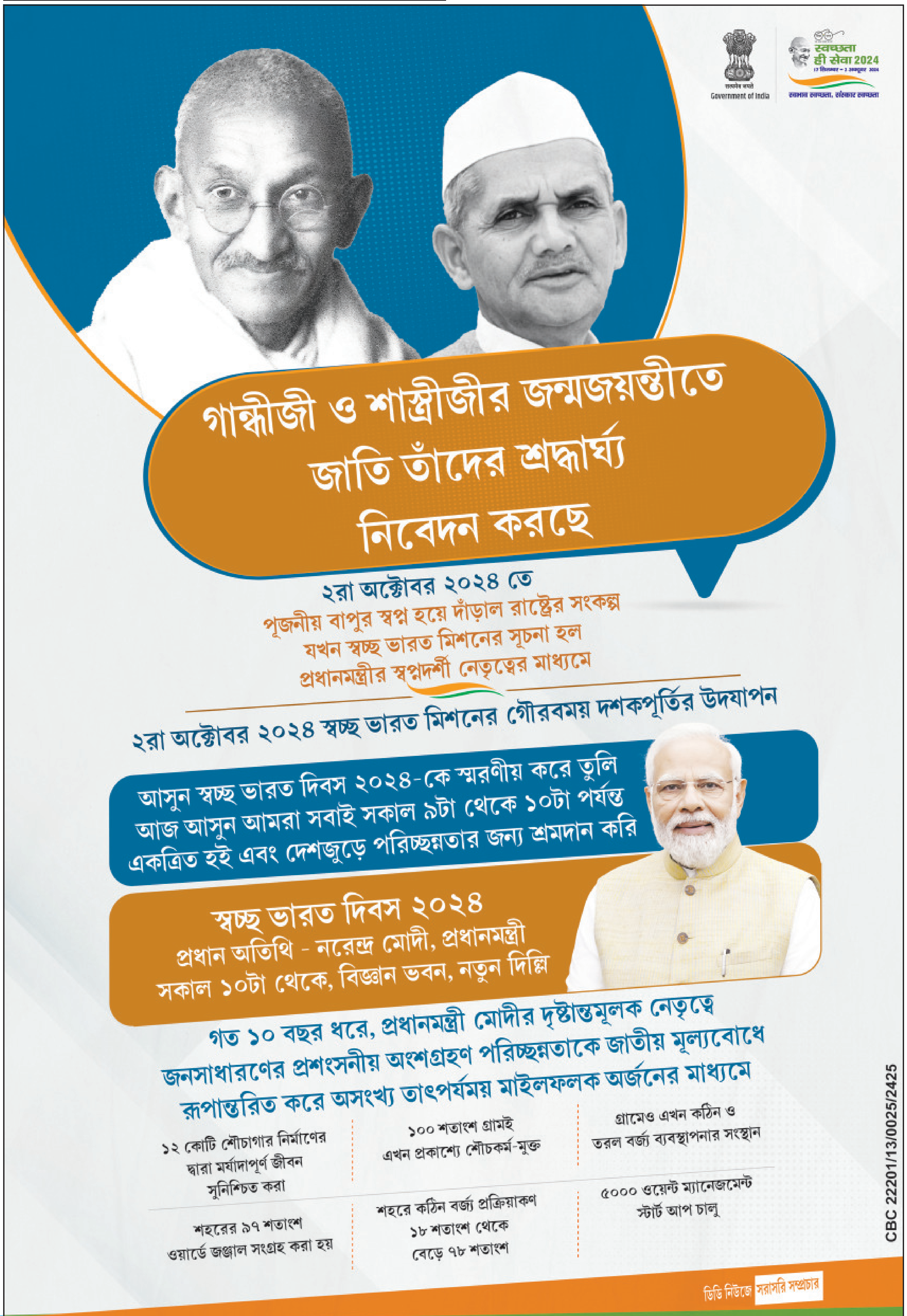

CMYK

জাগরণ আগরতলা ২ অক্টোবর ২০২৪ ইং
১৫ আশ্বিন, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৭১ বর্ষে শুভ পদার্পণ

আজ অতীত মন্থনের দিন। অপরিমাপেয় শ্রম ও আত্মত্যাগের ঐতিহ্যকে পাথেয় করে ৭১তম বর্ষে পদার্পণ করিল রাজ্যের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণ। জাগরনের পথ চলা মোটেই সহজ ছিল না। বহু ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া স্বর্নীল ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী বহন করিতেছে জাগরণ।

এই ঐতিহ্যময় পদার্পণ শুধু জাগরণ পরিবার কিংবা রাজ্যবাসীর গর্ব নয় ,গোটা দেশবাসী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অন্যতম গর্বের বিষয়। গুটি গুটি পায়ে নানা আঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া ৭১তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র জাগরণ। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জিতেন পাল ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। জীবন যৌবন উজাড় করিয়া দিয়া তিনি সংবাদপত্রকে আগলে রাখিয়াছিলেন। বার্ধক্যে আসিয়া যখন সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই সংবাদপত্র প্রকাশের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলিয়া নিয়াছিলেন তৎকালীন লড়াকু যুবক শ্রদ্ধেয় পরিতোষ বিশ্বাস মহোদয়ের হাতে। জাগরণ নিয়মিত প্রকাশ করা যে মোটেই সহজ ছিল না সংবাদপত্র জগতসহ সকলেই অবগত রহিয়াছেন। তদুপরি আধ পেটা খাইয়া জাগরণ সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা থেকে পিছুপা হননি পরিতোষ বিশ্বাস মহোদয়। যদিও বর্তমানে তিনি স্বর্গগত। তবুও নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহের কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হইতেছে না।

ঐতিহ্য বুকে আগলাইয়া রাখিয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মূল লক্ষ্য। ১৯৫৪ সালের ২রা অক্টোবর রাজ্যের বুকে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণের। সূচনাতেই দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় জাগরণ । ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী হইয়া যায় জাগরনের নাম। সেদিনের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্রটি আজও সগৌরবে প্রকাশিত হইতেছে। কালের বিবর্তনের সাথে জাগরণেও পরিবর্তন হইয়াছে। আসিয়াছে আধুনিকতার ছোঁয়া। যুগের সাথে তাল মিলাইয়া হাত মিলাইয়াছে আধুনিক প্রযুক্তির সাথেও। এসবের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ খবর পরিবেশনে আজও অবিচল জাগরণ । নানা ঘাত—প্রতিঘাত সত্বেও এগিয়া চলিয়াছে। দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে মানুষের চাহিদা, বাড়িয়াছে গ্রহণযোগ্যতা। জাগরণ লক্ষ্যে অবিচল।

সংবাদ পত্রের ভূমিকা একটি স্বাধীনতাকামী জাতিকে কতটা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল,তাহা ইতিহাসে লেখা রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক গবেষণায় নতুন তথ্য পাওয়া যাইবে,যাহা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সময়ের সাক্ষী হইয়া থাকিবে।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ১০ মাসে১৫ লক্ষাধিক মানুষের জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে মুক্তিযুদ্ধের নানা খবর নিয়া জাগরণ মানুষের বিশ্বাসকে মজবুত করিয়াছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীরট্যাঙ্কার উড়াইয়া দিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে পাল্লা দিয়া লড়িয়াছে মুক্তিযোদ্ধারা।এই খবর গুলো কেউ কেউ পত্রিকা পড়িয়াই সবিস্তারে বর্ণনা করিতেন।প্রচারমাধ্যম যুদ্ধের একটি বিশেষ হাতিয়ার।সেই সময় বর্তমানের মত তথ্যপ্রযুক্তি ইন্টারনেট কেন্দ্রিক নয় , টেলিগ্রাফ এবং বেতার নির্ভর হইয়াও একটি দেশের স্বাধীনতার সপক্ষে হাতিয়ার ছিল। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, অন্যদিকে সাধারণের মনোবল বাড়ানোর হাতিয়ার করা যায়।জীবনের ঝুঁকি নিয়া মুক্তি সংগ্রামের ছবি ক্যামেরায় তুলে ধরিয়া গিয়াছেন আলোকচিত্রশিল্পীরা।মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার অবস্থান সামরিক দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে হিসেবেও গুরুত্ব ততটাই ছিল।সেই সময়কার সংবাদ পত্রের প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীদের কর্মস্থল হইয়া উঠিয়াছিল ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চল।জাগরণ পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের খবর সহ সংবাদ নিবন্ধ, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়মিত প্রকাশিত হইতো। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাংবাদিক এবং পূর্ব বাংলা থেকে আসা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষাব্রতী, কবি লেখক শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিয়মিত লেখা জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খবরও গুরুত্ব দিয়া প্রকাশিত হইতো। যুদ্ধের খবর কেবল নয়, নানা দুর্দশা, আক্রমণ, সীমান্তে গোলা বর্ষণ ত্রিপুরাতে জনগণ সমস্ত খবরই জনসাধারণের মধ্যে আশঙ্কার পাশাপাশি দেশের মুক্তির বার্তা বহন করিয়াছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ভারত সরকারের ভূমিকা ও মিডিয়ার প্রচার বিশ্ববাসীকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল।

১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর যেভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল এবং ঢাকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের সমস্ত প্রচারমাধ্যমের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সর্বভারতীয় দৈনিক পত্রিকা সংবাদ সংস্থা এবং খবরের বিভিন্ন সংস্থা গুলি ত্রিপুরার দৈনিক সংবাদ পত্র জাগরণের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল।১৯৭১ আগরতলা জাগরণ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন তাহা বর্তমান প্রজন্মের জানা প্রয়োজন।আরো বেশি জানা প্রয়োজন এ প্রজন্মের প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের। সংবাদপত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস আজ হারাইয়া যাইতেছে । সেই ইতিহাস বাঁচাইয়া রাখা খুবই প্রয়োজন। নবীন প্রজন্মের সেই ইতিহাস জানা খুবই জরুরি।ত্রিপুরার সংবাদপত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস রহিয়াছে। কিন্তু, আজ সেই ইতিহাস হারাইয়া যাইতেছে । অতীত দিনের স্মৃতিতে ত্রিপুরায় বহু প্রতিথযশা সাংবাদিক নিজেদের কাজের মাধ্যমে স্বর্ণালী ছাপ রাখিয়া গেছেন। ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ইতিহাসকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। নতুন প্রজন্মের সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ অজানা।

বেকারত্বই সবথেকে বড় সমস্যা, গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে মন্তব্য গুলাম নবী আজাদের

জম্মু, ১ অক্টোবর (হি.স.): গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ আজাদ পার্টির চেয়ারম্যান গুলাম নবী আজাদ। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার অন্তিম দফায় মঙ্গলবার সকালে জম্মুর একটি বুথকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন গুলাম নবী আজাদ।ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'সমস্ত ভোটারদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সপরিবারে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে নিজেদের ভোট দিন...সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব এবং এটি শুধু যুবকদের সমস্যা নয়, এটি সমগ্র সমাজের সমস্যা। বিগত বহু বছর ধরে কর্মসংস্থানের কোনও পরিকল্পনা অথবা কর্মসূচি নেওয়া হয়নি... ইস্যুকে কেন্দ্র করে নির্বাচন হয়, কিন্তু জনগণের সমস্যা কেউ তোলে না। জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটাররাই সরকার গঠন করবে। তারা যাকে ভোট দেবে সে সরকার গঠন করবে।"

দীর্ঘ আন্দোলনের ফল, বেসরকারি সংস্থার হাতে যাচ্ছে না পুরুলিয়ার দুব্বেশ্বরী কোলিয়ারি

পুরুলিয়া, ১ অক্টোবর (হি.স.): পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার দুব্বেশ্বরী কোলিয়ারিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া কথা ঘোষণা করেছিল কোল ইন্ডিয়া।মঙ্গলবার থেকেই বেসরকারি সংস্থার হাতে চলে যাওয়ার কথা ছিল দুব্বেশ্বরী কোলিয়ারি। কিন্তু দীর্ঘ আন্দোলনের জেরে আপাতত কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ পিছু হটেছে। বেসরকারি সংস্থার হাতে কোলিয়ারিকে তুলে দেওয়া হবে কিনা সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে কোলিয়ারিকে যাতে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে না দেওয়া হয় তার জন্য মঙ্গলবার গেটের সামনে বিশাল বিক্ষোভ

মহালয়া

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিটিকে বলা হয় মহালয়া। মহা আলয় থেকে আগত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তিল-জল-তুলসী দ্বারা তর্পণ নামক বার্ষিক পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পণ্ণ করার শেষ দিনটি হলো মহালয়া। প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় সেটা হলো এই যে, আমরা বাঙালিরা দেবী দুর্গার শুভাগমনের সাথে মহালয়া দিনটিকে না জেনে, না বুঝে একাসনে উপস্থাপিত করি। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে সমাপ্ত হয় বিদেহী পিতৃ-মাতৃগণের সূক্ষ্ম আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পুত্রদের বিষাদঘণ পর্ব যার নাম পিতৃপক্ষ (যদিও পিতার জীবিতাবস্থায় বিদেহী মায়ের উদ্দেশ্যে তর্পণ নিষিদ্ধ)। পিতৃপক্ষ শেষ হওয়ার পর মূহুর্ত থেকে শুরু হয় আনন্দঘণ জগজ্জননী মহমায়ার আরাধনা। শুরু হয়ে যায় কৃপাময়ী জগজ্জননী মহমায়ার শুভাগমনের অধীর অপেক্ষা যার নাম দেবীপক্ষ। সুতরাং দুটো পর্বই একে অপরের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিণ্ণধর্মী। একটি বিষাদময় দ্বিতীয়টি আনন্দঘণ। এই দুই পর্বের সন্দিক্ষণের নাম মহালয়া। এই মহালয়ার দিনটিকে বা শব্দটিকে মানুষ দু'রকম ভাবে ব্যবহার করে থাকেন। কেউ বলেন শুভ আবার কেউ বলেন অশুভ।

অনেকের বিচারে পিতৃপক্ষের দিনগুলি কোন প্রকারেই শুভ নয় বরং বলতে হয় এই দিনটি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে পিতৃ-মাতৃহীন উত্তর পুরুষদের জন্যে একটি অতীব অশুভ দিন হিসাবে ধার্য হয়ে আছে যুগ-যুগান্তর ব্যাপী। যারা একদা ছিলেন অথচ কালের অমোঘ নিয়মে অধুনা বিদেহী, তাঁদের স্মরণ করে জলদানের মাধ্যমে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাটা আর যাই হোক কখনোই শুভ হতে পারে না। অধস্তন পুরুষদের ক্ষেত্রে এই দিনটি নিঃসন্দেহে একটি পরম দুর্ভাগ্যের দিন হিসাবে চিহ্নিত। সেই কারণে পিতৃপক্ষে অনেকেই নতুন জামা-কাপড় পরেন না বা জিনিষ পত্র কেনাকাটা করেন না। চুল-দাড়ি-গোঁফ ছাটেন না। আমিষ আহার বর্জন করেন। অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বন পূর্বক পিতৃপুরুষদিগের প্রতি অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পিতৃ-মাতৃহারা উত্তরপুরুষগণ। তাই অনেকে মনে করেন মহালয়াতে কারোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করাটা অনুচিত। আম জনতার দৃঢ় ধারণা যে, মহালয়া শুধুমাত্র মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণে অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন তা অতিশয় দুঃখজনক সুতরাং দুঃখ কখনও শুভেচ্ছাবাহী হতে পারে না। সুতরাং পিতৃপক্ষের দিনগুলিকে শুভ বলাটা অন্যায় ও অযৌক্তিক। তাঁদের ধারণা পিতৃপক্ষের অনুষ্ঠান এবং দেবী দুর্গার শুভাগমন এই দুটো একেবারেই পরস্পর বিরোধী। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথি পিতৃপক্ষের শেষ দিন। পিতৃপক্ষের ১৫ দিন ব্যাপী অধস্তন পুরুষরা তাঁদের পিতৃ পুরুষদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে তিল-তুলসী ও পবিত্র গঙ্গাঁজল সহযোগে তর্পণ করে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন। পিতৃপক্ষের ১৫ দিন ব্যাপী বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা উত্তরপুরুষরা তাঁদের নিজেদের আত্মশুদ্ধি করেন। সুতরাং বলাবাহুল্য এই বিশেষ দিনটি কোন প্রকারেই শুভ নয়।

আবার কিছু লোকের ধারণা, এই দিনটি কোন ভাবেই অশুভ সূচক নয়। আমরা মহালয়ার সার্বজনীন আবেদনটি উপেক্ষা করে এই দিনটিকে অশুভ বলে চিহ্নিত করি। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে আমরা স্মরণ মননের দ্বারা পিতৃপুরুষদিগের বিদেহী আত্মার প্রতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং তাঁর সঙ্গে বিশ্ব চরাচরে স্থিত দেহী-বিদেহী এবং সকল জড় বস্তু সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করার সুযোগ পাই। কারণ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা আব্রহ্ম সকল বস্তু (ক্ষিতি-অব-তেজ-মরুৎ-বোম) দ্বারা উপকৃত। এই দিনটিতে আমরা কায়মনোবাক্যে স্বীকার করি আমাদের জীবনে তাঁদের অসীম অবদানের কথা। তর্পণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সেটা একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা যাক — এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগ্রহণ করার জন্যে দায়ী দুই ব্যক্তি অর্থাৎ পিতা ও মাতা। পিতা-মাতার জন্মগ্রহণ করার জন্যে দায়ী চার ব্যক্তি অর্থাৎ দাদু-ঠাকুমা ও দাদু-দিদিমা। দাদু-ঠাকুমা ও দাদু-দিদিমার জন্মগ্রহণ করার জন্যে দায়ী আট ব্যক্তি অর্থাৎ দাদুর জন্মের জন্যে দায়ী দু'জন, ঠাকুমার জন্মের জন্যে দায়ী দু'জন, মায়ের দিকের দাদুর জন্মের জন্যে দায়ী দু'জন এবং দিদিমার জন্মের জন্যে দায়ী দু'জন। এইভাবে আমরা যদি বিগত দ্বাদশ জন্মের পূর্বপুরুষদের সংখ্যা গণনা করি তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৪০৯৬। অর্থাৎ এই সুন্দর পৃথিবীতে আমার জন্মগ্রহণ করার জন্যে দায়ী ৪০৯৬ সংখ্যক পূর্বপুরুষগণ। সুতরাং আমার জন্মের জন্যে তাঁদের অবদান অস্বীকার করা যায় কি ? এক পক্ষকাল ব্যাপী সকলের মঙ্গঁল কামনা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেদের পবিত্র করার চেষ্টা করি। যার আর এক নাম আত্মশুদ্ধি। অবাঙালিরা পিতৃপক্ষে পালিত পারলৌকিক অনুষ্ঠানটিকে "শ্রাদ্ধ" নামে অবিহিত করেন। কথাটি বহুল তাৎপর্যময়পূর্ণ কারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কোন পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার নামই শ্রাদ্ধ। এই সবকিছুই করা হয় অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বশতঃ। যার যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি তিনি তেমন করে পালন করেন। তবে যে যাই বলুক এর গুরুত্ব অসীম। একথা হলপকরে বলা যায় যে, এতে বিদেহী মা-বাবার আশীর্বাদটুকু অন্ততঃ লাভ করা যায়। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও তাঁরা নিরন্তর সন্তানের কল্যান কামনায় রত থাকেন। এই অমূল্য ধন ধরা-ছোঁয়া যায় না বটে তবে নিঃ সন্দেহে অনুভব সাপেক্ষ।

এই দুটো অনুষ্ঠান পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সকল বস্তু সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। সকলের প্রতি মঙ্গঁল কামনার্থে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই বার্ষিক পারলৌকিক ক্রিয়া। প্রথমতঃ একপক্ষ কাল ব্যাপী বিষাদঘন পিতৃপক্ষের মাধ্যমে দ্বিতীয়তঃ আসণ্ণ আগমনীর আনন্দঘন উৎসবের

মাধ্যমে। সুতরাং বলতে বাঁধা নেই যে, মহালয়ার এই বিশেষ দিনগুলি কোন প্রকারেই অশুভ নয় বরং এই দিনটি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে একটি চরম শুভ দিন রূপে ধার্য হয়ে আছে অনন্তকাল যাবৎ। শাস্ত্রসন্মত অনুযায়ী মহালয়া আসলে কিন্তু শুভেচ্ছা প্রকাশেরই এক অন্যতম অনুষ্ঠান। মহালয়ার অনুষ্ঠান শুধুমাত্র 'বিদেহী পূর্বপুরুষদের জন্য' এই ধারণাটি নিতান্তই অজ্ঞতা প্রসূত এবং যুক্তিহীন। তর্পণ মন্ত্রে নিজের বংশের প্রয়াত পুরুষদের জন্যই শুধু উচ্চারিত হয় না, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই মন্ত্রগুলি জগতের সমগ্র জীব সকলের জন্যে সমান ভাবে প্রযোজ্য ও শুভেচ্ছা কামনায় নিবেদিত। মৃত, জীবিত, স্থাবর, জঙ্গম সকলের প্রতি শুভেচ্ছা নিবেদন করা হয় এই মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা। এটাই হিন্দু ধর্মের সনাতন বৈশিষ্ট। হিন্দুগণ সকল অবস্থাতেই জগতের কল্যান কামনা করেন। গায়ত্রী মন্ত্রেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। যেমন রাম তর্পণে বলা হয়ে থাকে --

'আব্রহ্ম ভূবনালোক্কা দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ তৃপ্যন্তু।
পিতরঃ সর্বে মাতৃ মাতামহোদয়ঃ
অতীত কুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসীনামময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভূবনত্রয়ম।

অর্থাৎ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত ত্রিভূবনের বিভিণ্ণ স্তরে অবস্থিত দেব, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ-পিতামহাদি এবং মাতা-মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হোন। কেবল এক জন্মের নয় আমার জন্মান্তরের যে সকল আত্মীয় বন্ধু প্রয়াত হয়েছেন, সেই পিতৃ-পিতামহাদি, মাতা-মাতামহাদি এবং সপ্তদীপনিবাসী (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর) সমুদয় মানবগণের ও ত্রিভূবনের যাবতীয় পদার্থ (স্থাবর-জঙ্গমাদি) আমার প্রদত্ত বারিগ্রহণ পূর্বক তৃপ্ত হোক।

ওঁ যেহবান্ধব বান্ধবা
বা যেহন্য জন্মনিবান্ধবাঃ
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু
যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ

তদুপরি যাহারা আমাদের বন্ধু ছিলেন বা বন্ধু নন, যাহারা পূর্বজন্মে আমাদের বন্ধু ছিলেন এবং যাহারা আমাদের নিকট হ'তে জলের প্রত্যাশা করেন তাঁরা সবাই আমার প্রদত্ত বারিদানে তৃপ্তিলাভ করুন।

প্রতিদিন লক্ষণ তর্পণের মাধ্যমে শেষ হয় তর্পণ অনুষ্ঠান তাতে বলা হয় — "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই 'আব্রহ্মস্তম্ভ' শব্দটির মাধ্যমে জগৎ ও জগতাতীত সবকিছুকেই বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক। এই সর্বাঙ্গীন শুভেচ্ছা কামনা তর্পণের মন্ত্রে উচ্চারিত হয়।

সুতরাং তর্পণের মাধ্যমে যে শুভেচ্ছা বা শুভ চিন্তাশক্তির প্রয়োগ ঘটানো হয় সেই চিন্তাশক্তিই পরলোকগত আত্মাকে সন্তুষ্ট করে। এই পদ্ধতিতে জীবিত ব্যক্তিরও কল্যান হয়। এই মানসিক শক্তিই আশীর্বাদের শক্তি, এই মানসিক শক্তিই প্রার্থনার শক্তি, এই মানসিক শক্তিই পারলৌকিক ক্রিয়াদির রহস্য, এই মানসিক শক্তির প্রয়োগ একান্তই কল্যানকামী তাই এটা কখনোই অশুভ হতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে মহালয়া সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা নিবেদনেরই একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। সকলের প্রতি শুভ কামনা নিবেদন আর দেবীপক্ষের সূচনার কারণে মহালয়া একটি আনন্দের দিনও বটে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথি শেষ হওয়ার পরবর্তী মূহুর্ত থেকেই সূচিত হয় দেবীপক্ষ। তাই পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষের সন্ধিক্ষণেই 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র স্তুতি বন্দনা করা হয় এই বলে--- "আশ্বিনের শারদপ্রাতে ....

(২)

আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিটিকে বলা হয় মহালয়া। এখনকার বাঙালিরা মহালয়ার তাৎপর্য বোঝে না। এর মর্ম বুঝতে চায় না। এখন আমাদের কাছে এর মূল্যই বা কতটুকু ? মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে বাঙালির অহঙ্কার এবং গর্ব। এরকম একটি প্রভাতী অনুষ্ঠান সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। এই জাতীয় অনুষ্ঠান পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কত নিষ্ঠা কত ত্যাগ স্বীকার করে তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি। এই প্রভাতী অনুষ্ঠানের অন্তর্গত গানগুলি সব দিক থেকে অনন্য এবং অতুলনীয়। হৃদয়ের সংযোগ এবং জগজ্জননীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ব্যতিরেকে এই ধরণের গান বেঁধে তাতে সুর সংজোযন করা অসম্ভব। কি নিবিড় সার্বজনীন আবেদন সেই গানের মূর্ছনায়, হৃদয়ের অন্তস্তলে আগমনীর পদধ্বনি শোনা যায়। বাঙালির তনু-মন-প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে আগমনীর শুভাগমনে। প্রকৃতি যেন রূপ পরিগ্রহ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। অথচ সেইসব সৃষ্টিশীল মানুষরা আজকের দিনে তাঁরা আমাদের স্মৃতির অতলে নিমজ্জিত এবং ব্রাত্য। তাঁদের অবদান আমরা অগ্রাহ্য করে চলেছি। ভাঙার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই গড়ে তোলার মধ্যেই কৃতিত্ব থাকে ষোল আনা। আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে সব ধ্বংস করে ফেলছি। তাঁদের প্রতি আমাদের বিন্দু মাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ নেই, আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা দূরের কথা। যদিও খুব বেশি দিন আগের কথাও নয় তবু আমাদের স্মৃতি থেকে তাঁরা একেবারেই বিস্মৃত। আমরা এতটাই নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে উদাসীন। কিছু বাঙালি মনস্ক মানুষ আজও পৃথিবী বিখ্যাত প্রভাতী অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যেম আগ্রহ সহকারে শুনে থাকেন । স্বনামধন্য পুরুষ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত স্বরে চন্ডী পাঠ বাঙালিকে বিমোহিত করে আজো। বার্তা বয়ে আনে আগমনীর। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেকালের মতো একালের দিনে মহালয়ার আগের দিন রাত্রে কেউই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। যৌথ পরিবারের সদস্যরা একসাথে বসে মহালয়া শোনার কথা আজকাল ভাবতেই পারে না। এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগ। আগের মতো আদিখ্যেতা বা মানসিক উত্তেজনা আর নেই। এখন নাকি ঘুমের ব্যাঘাত হয়, মানুষ বিরক্তি বোধ করে। ইদানীং কালের মনোভাব -- যদি কারো একান্তই শোনার ইচ্ছে হয় তাহলে দরজা বন্ধ করে ইউ টিউব লাগিয়ে শুনে নিও কখনো। শোরগোল করার কী প্রয়োজন ? তাছাড়া আজকালকার হিন্দী প্রেমী বাঙালি মা-বাপেরা অধিকাংশই এখন কনভার্টেড হিন্দুস্থানী। তাঁদের বাঙালিয়ানা অনেক কাল আগেই সব সাবান জলে ধূঁয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র ভোগ খাওয়ার বেলাতেই তাঁরা এখনো বাঙালি নামে পরিচিত।

বর্তমান প্রজন্মের প্রবাসী ছেলে-মেয়েরা কাশ ফুল বা শিউলি ফুল চেনে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধে সেকালের মতো একালের লোকেরা আর আত্মহারা হয় না। সূক্ষ্ম রুচিবোধটুকু তাঁরা অনেককাল আগেই হারিয়ে ফেলেছে। তাঁদের সমস্ত অন্তর জুড়ে কেবল রুক্ষতা আর শুষ্কতা। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশে মেঘের আলপনা তাঁদের মনের কোণে কোথাও এক বিন্দু প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একালের দিনের লোকেরা এতটাই জড় পদার্থে পরিণত হয়ে গিয়েছে যে, তাঁদের মনে আগের দিনের মতো তেমন আর দোলা বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় না। ঢাকের বাজনায় পায়ের পাতাও আর তেমন করে নাচে না।

এখনকার দিনে পূজোয় আত্মীয়-স্বজন তেমন কেউ আর বেড়াতে আসে না। স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকেরা এলে ক্ষতি নেই, তাঁরা ইহজন্মের একান্তই আপনজন হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু স্বামীর তরফের বাপ-মা বা অন্য কেউ এলেই তখন উটকো ঝামেলা ভিণ্ণ অন্য কোন খেতাব মুখে আসে না। যাদের এমন মনোবৃত্তি তাঁদের ছাদের কার্নিশে বোধকরি কাকও বসতে লজ্জা পায়।

প্রবাসী ছেলে-মেয়েরা বাংলা ভাষা বিদ্বেষী তাই বাংলা গান আর পত্র-পত্রিকা অচল হয়ে গিয়েছে। বাংলা গান কেউ আর আগ্রহ নিয়ে শুনতে চায় না শারদীয়া পত্র-পত্রিকার বাজারও আগের তুলনায় শিথিল হয়ে পড়েছে। সেকালে যেমনটি হতো একজন 'শুকতারা' কিনলে অন্যজন কিনতো 'সন্দেশ' বা 'কিশোর ভারতী'। তারপর পুজোর পর চলতো বিনিময় প্রথা। বহুদিন পর্যন্ত পুজো — পুজো একটা গন্ধ থাকতো। থাকতো একটা রেশ। এখন সব শেষ।

পিতৃপক্ষে তর্পণ প্রথা

অমিতাভ বসু

মহাভারত অনুযায়ী, মৃত্যুর পর দানবীর কর্ণের আত্মা পরলোকে গমন করলে তাঁকে খাদ্য হিসেবে স্বর্ণ ও রত্ন দেওয়া হয়। দেবরাজ ইন্দ্রকে কর্ণ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র বলেন যে, কর্ণ সারা জীবন স্বর্ণ ও রত্ন দান করেছেন, কিন্তু প্রয়াত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কখনও খাদ্য.বা পানীয় দান করেননি। তাই স্বর্গে খাদ্য হিসেবে তাঁকে সোনাই দেওয়া হয়েছে। তখন কর্ণ জানান, যেহেতু নিজের পিতৃ পুরুষ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না, তাই তিনি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে খাদ্য দান করতে পারেননি। পূর্বপুরুষদের অন্ন ও জল প্রদানের উদ্দেশ্যে কর্ণকে পনেরো দিনের জন্য মর্ত্যে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পনেরো দিন পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত। সাধারণত আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে পিতৃপক্ষ শুরু এবং অমাবস্যা তিথি অবধি থাকে। মহালয়ার দিন পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে, শুরু হয় দেবীপক্ষ বা মাতৃপক্ষ। প্রচলিত বিশ্বাস, এই সময় পূর্বপুরুষেরা পিতৃলোক ত্যাগ করে তাঁদের উত্তরপুরুষদের গৃহে অবস্থান করেন। পরে, তাঁরা পুনরায় পিতৃলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। আশ্বিন মাসের শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসের শেষ দিন পর্যন্ত, এক মাসব্যাপী প্রতিদিন মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। বিশ্বাস করা হয় যে কার্তিক মাসে জ্বালানো তেলের প্রদীপের আলোগুলি পূর্বপুরুষদের আত্মাদের স্বর্গে পৌঁছানোর পথকে আলোকিত করে। সন্ধ্যায় বাড়ির চাল অথবা ছাদের ওপর বাঁশের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া একটা প্রদীপ। যাকে গ্রাম বাংলার মানুষ বলে থাকে আকাশ প্রদীপ। প্রদীপ মানুষের দেহের প্রতীক। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অর্থাৎ পঞ্চভূত নিয়ে যেমন মানব দেহ তৈরি, ঠিক তেমন পঞ্চভূত নিয়ে প্রদীপও নির্মিত হয়। আবার মানব দেহ পঞ্চভুতেই বিলীন হয়। একতালে সব বাড়িতেই আকাশ প্রদীপ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখন কেবল গ্রামেগঞ্জে তা

চোখে পড়ে। পিতৃগণের অবস্থানের প্রথম পক্ষে তাঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার রীতি আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। পিতৃপক্ষের সময়ে শ্রদ্ধাভরে পূর্বপুরুষদের ভোজন প্রদানকে পিণ্ড দান বলা হয়, আর জল দানকে তর্পণ বলা হয়। চাল, কলা, ঘি মধু তিল থেকে তৈরি, পিন্ডগুলি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। আর তর্পনে তিল, বার্লি এবং পূর্বপুরুষদের অন্যান্য পবিত্র পদার্থের সাথে মিশ্রিত জল নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠের সাথে উৎসর্গ করা হয়। আঞ্চলিক রীতিনীতি এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে মন্ত্র এবং আচারগুলি সামান্য পরিবর্তিত হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একই থাকে:পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক পুষ্টি প্রদান। আগে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা কেবল তর্পন পালন করতো। পরবর্তী কালে তর্পনের আচারে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জ্জ তাই অনেক পরিবারে মহিলারাও পিতৃপক্ষের তর্পনের আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ব্রহ্ম বৈবত পুরাণ মতে, একজন ব্যক্তির দেবতাদের আগে তার পিতৃ পুরুষদের সন্তুষ্ট করা উচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় করে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য অসময়ে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। শাস্ত্রমতে দুর্গাপুজো বসন্তকালে হওয়াই নিয়ম। শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবী দুর্গার বোধন করেছিলেন বলে একে অকাল বোধন বলা হয়। সনাতন ধর্মে কোনও শুভ কাজের আগে প্রয়াত পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান করতে হয়। দেবীর আরাধনার আগে এমনটাই করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। রামায়ণ অনুসারে সেই থেকে মহালয়ায় তর্পণ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত হয়ে চলেছে। মহাভারতে পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতামহ ভীষ্ম এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কথোপকথনের বর্ণনা রয়েছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি নিমির গল্প বলেন জ্জ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে মহর্ষি নিমি শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে, পূর্বপুরুষরা তাঁর সামনে আবির্ভূত হন এবং জানান যে তাঁর ছেলে তাঁদের সাথে বসবাস করছে। পূর্বপুরুষরা মহর্ষি নিমিকে বলেন যে যেহেতু তিনি তাঁর পুত্রের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন, তাই তার আত্মা শান্তি পেয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষদের সাথে সাক্ষাতের পর, মহর্ষি নিমি পিতৃপক্ষ এবং শ্রাদ্ধ সম্পর্কে তার জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন। শুরু হয় পিতৃপক্ষ পালন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় জ্জ মৃতদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গয়ায় গিয়েছিলেন। আজও পিতৃপক্ষে গয়ায় ফল্গু নদীর ধারে ও শ্রী বিষ্ণুর পাদদেশে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ এবং তর্পনের জন্য বহু মানুষের ভিড় হয়, মেলা বসে। পিতৃপক্ষের তর্পনে পূর্ববর্তী তিন পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড ও জল প্রদান করা হয়; আর তাঁদের নাম উচ্চারণ করা হয়। এর ফলে বংশের বন্ধন দৃঢ় হয়। পুরাতাত্ত্বিক উষা মেননের মতে, পিতৃপক্ষে তর্পন বংশের বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। পিতৃপক্ষের তর্পণ এক ঐতিহ্যবাহী রীতি যা জীবিত মানুষ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করে। পিতৃপক্ষ পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং স্মরণের সময়কাল। এই সময় পূর্বপুরুষদের প্রয়াত আত্মার শান্তির জন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা হয় ।

কথিত আছে পিতৃপক্ষে সশ্রদ্ধ ভাবে পিণ্ড দান ও তর্পণ করলে পূর্বপুরুষরা খুশি হন এবং তাঁরা আশীর্বাদ করেন। মার্কেন্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তুষ্ট হলে তাঁদের কৃপায় জীবনের অনেক বাধা দূর হয় ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। তাঁরা উত্তরপুরুষকে স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, ধন, জ্ঞান এবং মোক্ষ লাভের আশীর্বাদ করেন। পিতৃপক্ষের মূল ভাবনা পারিবারিক বন্ধন শারীরিক পরিধির বাহিরেও প্রসারিত এবং জীবনে পূর্বপুরুষদের স্থায়ী উপস্থিতি ও প্রভাব জ্জ কালের বিবর্তনের সাথে সেই ভাবনার পরিবর্তন ঘটেনা। বর্তমান প্রজন্মের সাথে পূর্ব প্রজন্মের ভালবাসা এবং সম্মান একটি অবিচ্ছিন্ন সুতোর সুদৃঢ় বন্ধন। অতীতকে সম্মানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য শক্তি এবং নির্দেশিকার সন্ধান মেলে। সময় এবং জীবনধারার পরিবর্তন, অভিবাসন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সত্ত্বেও, পূর্বপুরুষদের সাথে সংযোগ বজায় রাখার গুরুত্ব বিস্মৃত হয়ে যায়নি। আজও অনেকে পিতৃপক্ষের ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। কেউ গঙ্গা বা নদীর তীরে, কেউবা কোনো তীর্থক্ষেত্রে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পন অর্পন করে। নিজ গৃহেও তর্পন করা যায়। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো অন্তরের পবিত্রতা, এবং আন্তরিক আবেগ ও শ্রদ্ধা।

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-1 ■ 2 October, 2024 ■ আগরতলা ২ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ১৫ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার সহ জেলা হাসপাতালগুলিতে উন্নতমানের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। এরফলে চিকিৎসা পরিষেবারও উন্নতি হচ্ছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি ও আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী আজ প্রজ্ঞাভবনে জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ভারতের ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের জনক হিসেবে পরিচিত ডা. জয়গোপাল জলির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে মতবিনিময় করেন ও তাদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, আয়ুষ্মান ভারত একটি বিশ্বাসের নাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের কল্যাণে দেশব্যাপী আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করেছেন। এই যোজনার সফল ৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যের ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৬৪ জন সুবিধাভোগী এই যোজনার আওতায় এসেছেন। রাজ্যের বাদবাকী জনসাধারণের স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী রাজ্যে চীফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা-২০২৩ প্রকল্পটির সূচনা হয়েছে। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩ হাজার ৬২টি পরিবারের মোট ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০৯ জন সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। ১২ হাজারেরও বেশী রোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। এই প্রকল্পে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকারও অধিক দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ইউনির্ভাসেল হেলথ কভারেজ নিশ্চিত করায় এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের অন্যতম বিষয় হলো আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট নম্বর বা আভা নম্বর। এই ১৪ সংখ্যার আভা নম্বরের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত তথ্য ডিজিটালি সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুসারে সেই তথ্য ব্যবহার করতে সাহায্য করবে। এই আইডি থাকলে হাসপাতালের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। পাশাপাশি নিজের ল্যাব অথবা টেস্ট রিপোর্টও সহজেই এই আইডি'র মাধ্যমে পেতে পারেন। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ২১ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৪৯টি আভা আইডি ইস্যু করা হয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সী সকল প্রবীন নাগরিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার বিষয়টির কথাও উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর দেশের সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিকাশে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অ্যাক্ট ইষ্ট পলিসির মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নেও তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব-আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যা পরিস্থিতিতে সাহসিক ভূমিকার জন্য বিদ্যুৎ নিগমের ৪,২৯৪ জন কর্মীকে অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। রাজ্যে বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাহসিক ভূমিকার সম্মানার্থে নিগমের সবস্তরের কর্মীদের এককালীন অনুদান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪,২৯৪ জন কর্মীকে এই অনুদান দেওয়া হবে। এজন্য ব্যয় হবে ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ২০০ টাকা। সর্বোচ্চ ১৭০০ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা পর্যন্ত একজন কর্মী পাবেন। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের হেল্পার-২, হেল্পার এবং সিনিয়র হেল্পার সহ মোট ৫৭৪ জনকে জুনিয়র লাইনম্যান হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হবে। এর ফলে চাকুরীর মেয়াদ অনুযায়ী তাদের গড়ে কমপক্ষে ১১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৪৩০০ টাকা পর্যন্ত বেতন ভাতা বাড়বে বলে মন্ত্রী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, গতবছর দুর্গা পুজার অষ্টমী দিনে রাজ্যে বিদ্যুৎ-এর সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩১১.৩ মেগাওয়াট। এবছর রাজ্যের গড় বিদ্যুৎ চাহিদা হচ্ছে ৩৩০ মেটাওয়াট। তবে গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রাজ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ-এর চাহিদা ছিল ৩৭৮.৫ মেগাওয়াট। এজন্য পুজোর সময়ে রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের লক্ষ্যে ৩৯০ মেটাওয়াট বিদ্যুৎ-এর চাহিদা স্থির করা হয়েছে। এজন্য ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ব্যয় হবে ২ কোটি টাকা। তিনি জানান, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনাকুল্যে রাজ্যে ১৮০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। রাজ্যে ৯টি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন শীঘ্রই চালু করা হবে। এই বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের মধ্যে বিলোনীয়া ১৩২ কেভি, মনু ধলাই ১৩২ কেভি, অমরপুর ১৩২ কেভি, গর্জি ৩৩ কেভি, সেকেরকোট ৩৩ কেভি, মুহুরীপুর ৩৩ কেভি, নিদয়া ৩৩ কেভি এবং ডালাক ৩৩ কেভি নতুন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলি শীঘ্রই চালু করা হবে। পাশাপাশি গৌরনগর ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাব স্টেশনটিরও ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এটি চালু করা হবে। এছাড়াও ১৩২ এবং ৩৩ কেভি বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান।

তিনি জানান, রাজ্যে আসন্ন দুর্গাপূজা ও দিপাবলীদিনগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম গুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। জঙ্গল পরিস্কার, ট্রান্সফরমার পরিবর্তন ও মেরামতি, বিদ্যুৎ খুঁটি ঠিক করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। পুজোর সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বিদ্যুৎ কর্মীদের শিফটিং ডিউটির ব্যবস্থা সহ বিদ্যুৎ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকল বিদ্যুৎ কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান।

আজ গান্ধী জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। (বুধবারধ) ২ অক্টোবর আগরতলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আগামীকাল বিশেষ কারণে আগরতলায় গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন (পলিটিক্যাল) দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। তাই আগরতলায় গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের কিছু সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত অনুষ্ঠানসূচি অনুসারে আগামীকাল সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে সার্কিটহাউস সংলগ মূর্তি প্রাঙ্গণে মূল অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাবেন শিল্প ও বাণিজ্য মী সান্তনা চাকমা। এরপর ভজন এবং আধ্যাত্মিক সংগীত পরিবেশন করা হবে। এরপর ৮টা ৫৭ মিনিটে গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন শিল্প ও বাণিজ্য মী সান্তনা চাকমা। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ভজন, রামধুন পরিবেশন করা হবে এবং গান্ধীজীর লেখা থেকে পাঠ করা হবে। গীতা, কোরান, বাইবেল এবং বুদ্ধজাতক পাঠ করা হবে। ৯টা ২৭ মিনিটে শিল্প ও বাণিজ্য মী এবং অন্যান্য অতিথিগণ গান্ধীবেদিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

নির্বিঘ্নেই ভোট জম্মু ও কাশ্মীরে, ভোটের হার ৬৫.৫৮ শতাংশ

শ্রীনগর, ১ অক্টোবর (হি.স.)।। প্রথম দুই দফার ভোট নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। মঙ্গলবার অন্তিম তথা তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণও নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এই দফায় জম্মু ও কাশ্মীরের ৭টি জেলায় ৪০টি বিধানসভা আসনে হয়েছে ভোটগ্রহণ। ভাগ্য নির্ণয় হয়েছে ৪১৫ জন প্রার্থীর। জম্মু ও কাশ্মীরের যে ৭টি জেলায় মঙ্গলবার ভোটগ্রহণ হয়েছে, সেই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে জম্মু, উধমপুর, সাম্বা, কাঠুয়া, বারামুল্লা, বান্দিপোরা ও কুপওয়ারা। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সার্বিকভাবে ভোটদানের হার ৬৫.৫৮ শতাংশ।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বান্দিপোরায় ভোট পড়েছে ৬৪.৮৫ শতাংশ, জম্মুতে ৬৬.৭৯ শতাংশ, কাঠুয়ায় ৭০.৫৩ শতাংশ, কুপওয়ারায় ৬২.৭৬ শতাংশ, সাম্বায় ৭২.৪১ শতাংশ এবং উধমপুরে ৭২.৯১ শতাংশ। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় ভোট পড়েছিল ৬১.৩৮ শতাংশ এবং ৫৭.৩১ শতাংশ। তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণকে ঘিরে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছিল। সতর্ক ছিল পুলিশ ও প্রশাসন। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের মধ্যেও ভোটগ্রহণকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সবাইকে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার, গীতিকার শচীন দেববর্মণ এখনও আমাদের হৃদয় জড়ে রয়েছেন। শচীন দেববর্মণের জীবনকে পাথেয় করে রাজ্যের নতুন সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ ঘটুক। আজ সন্ধ্যায় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণ জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, শচীন দেববর্মণ রাজপাট ছেড়ে সাধারণ মানুষ হিসেবে সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন। তিনি আমাদের দেশ এবং বিশ্ববাসীর কাছে ত্রিপুরাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যে এখানেও সঙ্গীত চর্চা হয়।

উল্লেখ্য, এবছর মরণোত্তর শচীন দেববর্মণ মতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে প্রয়াত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী রতন কুমার সেনগুপ্তকে। অনুষ্ঠানে প্রয়াত রতন কুমার সেনগুপ্তের সহধর্মিনী শিপ্রা সিংহ সেনগুপ্তের হাতে মরণোত্তর শচীন দেববর্মণ মতি পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের কথা বলা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্গীত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিল। শচীন দেববর্মণের মতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের আরও ভালোভাবে জানতে হবে কত পরিশ্রম করে শচীন দেববর্মণ ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এই জায়গাটি ছিল শচীন দেববর্মণের পরিবারের। তিনি এই জায়গাটি দান করে গেছেন।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজমদার বলেন, শচীন দেববর্মণ নামটি আমাদের কাছে গর্বের, অহংকারের। তিনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে সারা বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছেন। তাঁর গান, তাঁর সুর এখনও সবার কাছে সমান জনপ্রিয়। শচীন দেববর্মণের মতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, শচীন দেববর্মণের গান, সুর, সঙ্গীত পরিচালনা এখনও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রায় ১০০ বাংলা ও হিন্দি সিনেমার গানে সুর দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, শচীন দেববর্মণ ছিলেন সঙ্গীত সাধক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ শচীন দেববর্মণের প্রতিকৃতিতে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপস্থাপনায় শচীন দেববর্মণের জীবনী বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রাজ্যের অন্যান্য মহকুমাগুলিতেও আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে অতিথিগণ সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের প্রতিকৃতিতে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানগুলিতে অতিথিগণ কুমার শচীন দেববর্মণের সঙ্গীত জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নীহারেন্দ বিকাশ দত্ত। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক মিঠন দত্ত। মহকুমায় শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে শচীন দেববর্মণের জীবনী নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। জিরানীয়া মহকুমায় সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় খামারবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মধ্য দেবেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাণু দাস। শচীন দেববর্মণের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীর দাস। স্বাগত বক্তব্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা

রাজ্যের মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিস্টার পরীক্ষায় সকলকে উত্তীর্ণ করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। রাজ্যের মহাবিদ্যালয়গুলির এবছরের বিভিন্ন সেমিস্টারের পরীক্ষায় যেসকল ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের সকলকে পরবর্তী সেমিস্টারে উত্তীর্ণ করা হবে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল মিটিংয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এরজন্য নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির রেগুলেশন-১৪ সংশোধনী সংক্রান্ত নোটিফিকেশন গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ প্রকাশিত হয়।

আজ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা জানান, যে সকল ছাত্রছাত্রী শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেমিস্টার পরীক্ষায় বসতে পারেনি তাদেরকেও পরবর্তী সেমিস্টারে উত্তীর্ণ করা হবে। যদিও ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় শিক্ষানীতির নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে।

অধিকর্তা আরও জানান, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয় গত ২৩ আগস্ট এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গত ২২ ও ৩০ আগস্ট প্রথম সেমিস্টারের ফলাফল ঘোষণা করেছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা রাজেশ ভট্টাচার্য।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য খোয়াই ও কল্যাণপুর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ অক্টোবর।। খোয়াই জেলায় গত কয়েকদিনে দুইটি থানা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বন এলাকাগুলি থেকে গাঁজা গাছগুলো ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হয়েছে পুলিশ। খোয়াই থানার বেলফাঙয়ের ও কল্যাণপুর থানার গোলাপপাড়া এলাকায় সর্বমোট ৫ একর জায়গায় প্রায় ১০হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ।

তাছাড়া অভিনব পদ্ধতিতে বর্তমানে গাঁজা পাচার চলছে। তেলিয়ামুড়া ও মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকায় প্যাসেঞ্জার গাড়ি তল্লাশি করে যাত্রীবাহী গাড়ির প্যাসেঞ্জার থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এনডিপিএস আইনে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ দুপুর ১২টায় খোয়াই জেলা সুপারের কার্য্যালয় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলায় গত কয়েকদিনের নেশা বিরোধী অভিযানের যে সাফল্য তথ্য সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর রমেশ যাদব, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবীর পাল।

৪০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ৪০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার করা হল এক যুবককে। আটককৃত যুবকের নাম অরণজিৎ দাস। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে এসপি কিরণ কুমার কে বলেন, পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রয়েছে ঃ শিল্প ও বানিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি (এমএসএমই) শিল্পের কার্য্যক্ষমতার বিকাশে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় শুরু করা হয়েছে র‍্যাম্প (রেইজিং অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেটিং এমএসএমই পারফরমেন্স) প্রকল্প। আজ রাজ্যে এই প্রকল্পের সূচনা করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। এছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত সচেতনতা কর্মশালা এবং যশস্বীনি অভিযানেরও সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্ব- উদ্যোগী, স্বসহায়ক দলের সদস্যা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যাম্প প্রকল্পের সূচনা করে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগীদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তিনি বলেন, কর্মোদ্যোগীদের পাশে সর্বদাই বর্তমান সরকার রয়েছে। কিন্তু তাদেরও চেষ্টা ও সংযম রেখে এগিয়ে যেতে হবে। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে রাবার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। রাজ্যের প্রায় ৯৮ শতাংশ শিল্পই ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্পের তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই পিএমইজিপি, স্বাবলম্বন সহ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায়ও রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৯৩২ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যের জিডিপিতে এমএসএমই-দের ১১ শতাংশ যোগদান রয়েছে। তা আগামীদিনে আরও বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন, এই র‍্যাম্প স্কিম আগামী ৩ বছর চলবে। এর মাধ্যমে রাজ্যে ৩,২০০ জন মডেল উদ্যোগী বানানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। অনুষ্ঠানে আলোচনায় কেন্দ্রীয় এমএসএমই মন্ত্রকের (জিএ অ্যান্ড টিপি) অধিকর্তা বিনম্র মিশ্র বলেন, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য আগামী ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে দেশের এমএসএমই-এর সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা। দেশের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে আজ ত্রিপুরায় এই র‍্যাম্প স্কিম সূচনা করা হয়েছে। এতে রাজ্যকে মোট ৬৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

সচেতনতা কর্মশালা ও যশস্বীনি অভিযানে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণ, প্রযুক্তি ব্যবহার, অর্থায়ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ অন্যান্য যেসব বিষয়ে সমস্যা রয়েছে সেগুলি নিবারণে গুরুত্ব দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে চলছে জঙ্গলের রাজত্ব, এমনটাই অভিযোগ তুলে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ডিওয়াইএফআই-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় আক্রান্ত শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, পুলিশ সহ সাধারন মানুষ। রাজ্য জুড়ে চলছে জঙ্গলের রাজত্ব। দিনের পর দিন এই আক্রমনে তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাফিয়া সন্ত্রাস, তোলাবাজি, চাঁদাবাজি রাজ্যে নতুন করে ঝাকিয়ে বসেছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে ডিওয়াইএফআই-র যুবতী নেতৃত্বরা শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল করে। পরবর্তী সময়ে তাঁরা ডিজিপির কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

এদিন এক সদস্যা অভিযোগ করেন, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন যে, রাজ্যে এক অরাজক পরিস্থিতি চলছে। রাজ্যে শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, সাংবাদিক, আরক্ষা কর্মী, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব-কর্মী সহ সাধারন মানুষ প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে। দিনের পর দিন এই আক্রমনে তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাফিয়া সন্ত্রাস, তোলাবাজি, চাঁদাবাজি রাজ্যে নতুন করে ঝাকিয়ে বসেছে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে ছাত্রী, যুবতী, মহিলাদের উপর হিংসা, আক্রমন ক্রমবর্ধমান। একমকি রাজধানীর প্রাণ কেন্দ্রেও আজকাল ছাত্রী, যুবতী, মহিলারা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে মোহনপুরে ২২ বছরের এক তরুনীকে গনর্ধষন করে এক মাঠের মাঝখানে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। এই বিভৎসতম ঘটনার আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি। এরকম অসংখ্য ঘটনায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন না করার ফলে, অপরাধীরা আজকাল খুল্লাম খুল্লা। আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তারা চলছে। যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্নভাবে ভেঙে পরেছে। পাশাপাশি গোটা রাজ্য নেশায় ডুবে যাচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি গলিতে চলছে নেশার অবাধ বাণিজ্য।

তাঁর কথায়, নেশায় আসক্ত হয়ে হাজার হাজার পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। গোটা সমাজ আজ ধ্বংসের মুখামোখি। নেশাকারবারিদের বিরুদ্ধে নেই কোন কঠোর পদক্ষেপ। নেশাকারবারির গাড়ি কমলচোরা থানার পুলিশ অফিসারকে মেরে ফেলল সেটার বিরুদ্ধে পর্যন্ত কোন কঠোর পদক্ষেপ নেই। এ এক অরাজকতা চলছে। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে ডিওয়াইএফের নারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অভিনেত্রীর সৌন্দর্য ও সুস্থ থাকার চাবিকাঠি কী ?

নায়িকাদের রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে কথা উঠলে অনেকেই বলেন, ওঁরা তো নায়িকা। দামি গাড়ি চড়েন, রোদে ঘুরতে হয় না, নিয়মে থাকেন। তাঁদের এমন জেল্লা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু বাস্তবে কি তাই?

''নবাব নন্দিনী'' হলেও সোহা আলি খানের কিন্তু দম ফেলার ফুরসৎ নেই। স্বামী, সন্তান সংসার সামলে আবার কর্মজগতের চাপ। তবে বয়স বাড়লেও, জেল্লা এতটুকু কমেনি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্য যেন অটুট। কী তার রহস্য? সংবাদমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকারে ''রং দে বসন্তী''-র নায়িকা জানিয়েছেন, তাঁর সৌন্দর্যের গোপন কথা।

পুষ্টি- সংসারের পাশাপাশি শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকেন নায়িকা। সোহার কথায়, কাজের ক্ষেত্রে ক্যামেরার জোরালো আলো, মেকআপের ফলে ত্বকে ক্ষতি হয়। তা রুখতে যত্নের প্রয়োজন। ব্যস্ত দিনে, ঘড়ি ধরে খাওয়ার সময় থাকে না। তবে খুচখাচ মুখ চালানোর জন্য ভাজাভুজি নয়, আমন্ড, বেরি ও রকমারি ফল খান তিনি। আমন্ডে থাকে ভিটামিন, খনিজ ও ফ্যাটি অ্যাসিড। যা ত্বক ভাল রাখার পাশাপাশি শরীরে পুষ্টি জোগায়। নায়িকার ডায়েটে থাকে কমলালেবু, শসা, তরমুজ। যা শরীরে জলের ঘাটতি দূর করে, ত্বক আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও প্রচুর শাক-সব্জি খান সোহা।

ত্বকের যত্ন- দিনভর ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে ত্বকের পরিচর্যা করেন নায়িকা। তাঁর রূপচর্চার রুটিনে থাকে, সপ্তাহে ২-৩ দিন এক্সফোলিয়েশন। এতে ধুলো, ময়লা, ত্বকে জমে থাকা মরা কোষ পরিষ্কার হয়। প্রতি দিন ক্লিনজিং ও ময়েশ্চারাইজিং।

ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকেও প্রভাব পড়ে। বিশেষত শীতে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। সেই মতো ত্বকের যত্নেও বদল আনেন সোহা। আর একটি জিনিস কখনও ভোলেন না তিনি। বাইরে বেরোনোর আগে সানস্ক্রিন মাখতে। নায়িকা হলেও, চড়া রোদে, ধুলোয় শুটিং করতে হয় তাঁকে।

শরীর ও মনের যত্ন- শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে ত্বকে ঔজ্জ্বল্য থাকে না। ক্লান্ত শরীরের ছাপ পড়ে চোখেমুখেও। সুস্থ থাকতে সোহা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। জোরে হাঁটা, যোগাসন, প্রাণায়ম থাকে তাঁর শরীরচর্চায়। নায়িকা ধ্যানও করেন। তাঁর কথায়, ধ্যান, প্রাণায়ম সারা দিনের কাজের ধকল সামলাতে, মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক। তবে সুস্থ থাকতে ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে এক বা দু'দিন শরীরচর্চা অথবা রূপচর্চায় কাজ হয় না। অভিনেত্রীর কথায়, সব কিছুতেই ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন। না হলে, ফল মেলে না।

পুজোর আগেই ঝকঝক করবে ঘরদোর, সহজ কৌশল

ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কে না ভালবাসে। পুজোর সময়ে আরও বেশি করে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ঘরের প্রতিটি কোণা পরিষ্কার রাখা মুখের কথা নয়। যেমন ধরা যাক, দেওয়ালে কোনও কিছুর ছাপ লেগে গেল অথবা ফ্রেমে বাঁধানো নতুন ছবিটা লাগাতে গিয়ে দেওয়ালে ছিদ্র হয়ে গেল এমন সমস্যায় প্রায়ই হয়ে থাকে।

তা ছাড়া আয়নায় জলের দাগ, বেসিনে হলদেটে ছোপ, জানলার কাচে ধুলো জমে যাওয়ার মতো সমস্যা থাকেই। তাই একটু নিয়ম মেনে চললে ঘর পরিচ্ছন্ন রাখা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ঘরের মেঝে রোজই পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু সোফার পিছন দিক অথবা খাটের নীচ দিনের পর দিন ব্রাত্যই থেকে যায়। তাই ওই জায়গাগুলিতে পুরু ধুলোর স্তর জমে যায়। এই ধরনের জায়গা পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে ভ্যাকুয়ম ক্লিনার দিয়ে আলগা ধুলো পরিষ্কার করে নিন। এ বার একটি বালতিতে জল নিয়ে তাতে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ঘরের কোণাগুলি মুছে নিন। এর পর পরিষ্কার জলে ফিনাইল মিশিয়ে আরও একবার মুছতে হবে। তা হলেই চকচক করবে ঘর।

জানলার কাচে বা আয়নায় দাগ লেগে গেলে বা জলের ছাপ পড়লে, তা পরিষ্কার করার উপায় আছে। ভিনিগার ও জলের মিশ্রণ দিয়েই মুছতে পারেন কাচ। খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হবে। তার পর নরম সুতির কাপড় দিয়ে শুকনো করে মুছে নিতে হবে।

বাথরুমের বেসিনে সারা ক্ষণ জল পড়ে হলুদ দাগ হলে ভিনিগার বা অর্ধেক লেবু দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। বেসিনে যদি মরচের মতো দাগ পড়ে যায়, তা হলে লেবুর মধ্যে কিছুটা নুন দিয়ে ওই অংশ ভাল করে ঘষে নিন।

ঘরের যে বাহারি আলোগুলি আছে সেগুলিও নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। প্রতি দিন এক বার করে হালকা সুতির কাপড় দিয়ে ল্যাম্পশেডটি পরিষ্কার করুন। রাস্তার পাশে বাড়ি হলে ধুলো জমে যায় বেশি। তাই ল্যাম্পশেডের প্রতিটি কোণ ভাল করে মুছে নেওয়া জরুরি। বাহারি মোমদানি যদি থাকে, তা হলে একটু সতর্ক হয়ে পরিষ্কার করতে হবে। কাচের বাহারি জার বা পাত্র থেকে পুরনো মোম আগে ছুরি দিয়ে আলগা করুন। তার পর জারে গরম জল ঢেলে দিন। মোম গলে ভেসে উঠলে তা পরিষ্কার করে নতুন মোম ভরে রাখুন।

কাজুবাদাম কি কোনও সুরাহা করতে পারে মনখারাপের

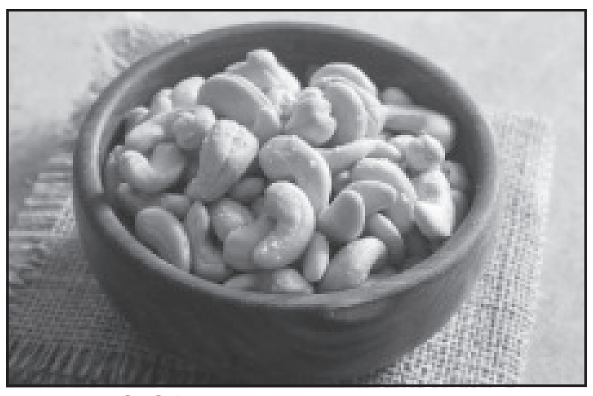

কাজুবাদাম ছাড়া পায়েসের কথা ভাবা যায় না। তেমনই পোলাওয়ে কাজুবাদাম দিলে স্বাদ বদলে যায়। তবে কাজুবাদাম খেলে ওজন বাড়ে, অনেকের তেমনটাই ধারণা। তবে পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, কাজুবাদামে গ্লুকোজ বা শর্করার পরিমাণ বেশি নয়। বরং কাজুবাদাম থেকে শক্তি পাওয়া যায়। তাই কাজুবাদাম খেলে যে ওজন বাড়ে, এই ধারণা একেবারে সত্য নয়। তার মানে এই নয় যে মুঠো মুঠো কাজুবাদাম খেতে হবে। পরিমিত পরিমাণে খেতে পারেন। তবে কাজুবাদাম কিন্তু আরও অনেক উপকার করে।

কাজু খেলে কী কী উপকার হতে পারে? ১)কাজুবাদামে রয়েছে কপার, আয়রন, ম্যাগলেশিয়াম, জিঙ্ক এবং পটাশিয়ামের মতো অত্যন্ত জরুরি কিছু খনিজ। যে খনিজগুলি শারীরবৃত্তীয় নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত। ২) মন ভাল রাখতে সাহায্য করে সেরেটোনিন হরমোন। কাজুতে রয়েছে "ট্রিপটোফ্যান" নামক এক প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড, যা এই "সেরেটোনিন" হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। ৩) কাজুবদামে প্রোটিনের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। এই প্রোটিন শক্তির জোগান দিতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও কাজুতে রয়েছে ভিটামিন সি, বি১ এবং বি৬। তাই পরিমিত পরিমাণে কাজু খাওয়া যেতেই পারে।

৪) কাজুবাদামে রয়েছে ''প্রোঅ্যান্থোসায়ানিডিন'' নামক এক ধরনের ফ্ল্যাভোনল। যা আসলে ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। চিকিৎসকেরা বলেন, সাধারণ মানুষের প্রতি দিন গড়ে ১৫০ মিলিগ্রাম ফ্ল্যাভোনল শরীরে যাওয়া প্রয়োজন। প্রতি দিন ৫ থেকে ৬টি কাজুবাদাম খেলে ওই পরিমাণ ফ্ল্যাভোনল পাওয়া যায় সহজেই।

"ডগ ফুড" ছাড়া কোন কোন খাবার পোষ্যকে খাওয়াতে পারেন?

খাবার খেতে খেতেই পাশে গা ঘেঁষে বসে থাকা আদরের সারমেয়কে থালা থেকে তুলে কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়তো আপনার অভ্যাস। সে মাংস খান অথবা পিৎজার টুকরো, লেজ নাড়তে নাড়তে সে কাছে এলে, একটুখানি তার মুখেও দিয়ে দেন। কিন্তু জানেন তো, পোষ্যকে খাইয়ে আপনার আনন্দ হলেও, সে খাবার কিন্তু তার শরীরের জন্য উপযুক্ত নয় মোটেই।

তেলেভাজা বা মশলা দেওয়া খাবার খেলে কোনও ভাবেই তা হজম করতে পারবে না আপনার আদরের পোষা কুকুর। মানুষের উপযোগী সব খাবার পোষ্যের জন্য ঠিক নয়। একমাত্র নুন, তেল বা ঘি এবং মশলা ছাড়া খাবারই দেওয়া যেতে পারে তাদের। তবে এমন কিছু খাবার আছে, যা পোষা কুকুরের জন্যও পুষ্টিকর। জেনে নিন সেগুলি কী কী।

আপনি খান, এমন কোন কোন খাবার পোষ্যও খেতে পারে?

১) সবুজ সব্জির মধ্যে কড়াইশুটি, গাজর, বিন্স, রাঙা আলু পোষা কুকুরকে খাওয়াতে পারেন। এই বিষয়ে পশু চিকিৎসক সবুজ রায়ের পরামর্শ, সব সব্জি সিদ্ধ করে একদমই তেল বা ঘি ছাড়া দিতে পারেন পোষ্যকে। গাজরের ভিটামিন এ কুকুরদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে। ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন কে এবং প্রোটিনে সমৃদ্ধ বিন্সও পোষা কুকুর খেতে পারে। তবে নুন ছাড়া খাওয়াতে হবে। কতটা সব্জি খাওয়াবেন তা পোষ্যের প্রজাতি, ওজন ও বয়স অনুপাতে ঠিক করতে হবে।

মিষ্টি আলু, ব্রকোলিও পোষ্যের জন্য নিরাপদ। তবে পেঁয়াজ বা রসুন ভুলেও পোষা কুকুরকে খাওয়াবেন না। এতে ওদের রক্তাল্পতার ঝুঁকি বাড়বে।

২) ফলের মধ্যে শসা, তরমুজ, কলা খাওয়ানো যেতে পারে পোষা কুকুরকে। গরমকালে কুকুরদের সবচেয়ে পছন্দের খাবার হল তরমুজ। এই ফলটি তাদের শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করে। তবে দানা ছাড়িয়ে তবেই দিতে হবে। ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ শসাও কুকুরদের স্বাস্থ্যের খুবই ভাল। তবে খোসা ছাড়িয়ে পাতলা করে কেটে দিলেই ওদের খেতে সুবিধা হবে।

৩) চিকিৎসকের কথায়, ভাত বা দানাশস্য দুই-ই দেওয়া যেতে পারে পোষা কুকুরকে, তবে পরিমাপ বুঝে। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ দিন ভাত দেওয়া যেতে পারে। ভাত সব্জি দিয়ে বা দই দিয়ে মেখে দিতে পারেন। দানাশ্যের মধ্যে ওট, বার্লি, রাগি দেওয়া যেতে পারে।

৪) দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে ঘরে পাতা দই দেওয়া যেতে পারে সারমেয়কে। দই থেকে ওদের শরীরে ক্যালশিয়াম ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে। খেয়াল রাখতে হবে, কোনও রকম মিষ্টি, আইসক্রিম বা চকোলেট কুকুরকে খাওয়ানো যাবে না। এই সব খাবারে এমন যৌগ থাকে, যা কুকুরদের জন্য বিষ। খেলেই বমি, পেটের সমস্যা হবে, এমনকি হৃৎস্পন্দনের হারও বেড়ে যেতে পারে।

বলিউডে ২৫টি বসন্ত পার করলেন করিনা

বলিউডে পায়ের নীচে শক্ত জমি পাওয়া কঠিন। সেখানে দর্শক যেমন অভিনেতাকে আপন করে নিতে পারেন। তেমনই, এক ঝটকায় কাউকে দূরে সরিয়ে দিতেও সময় লাগে না। সম্প্রতি বলিউডে অভিনয় জীবনের ২৫ বছর পূর্ণ করলেন করিনা কপূর খান। সেই প্রসঙ্গেই নিজের উপলব্ধি ভাগ করে নিয়েছেন করিনা। ২৫ বছরের মাইলফলককে সহজ ভাবে দেখতে নারাজ করিনা। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, আজও ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়ালে তাঁর মনের মধ্যে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ফিরে আসে। করিনা বলেন, এখনও মনে হয় যেন গতকালই জীবনের প্রথম শট দিলাম। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর জন্য এখনও আমার মধ্যে সেই একই রকম লোভ কাজ করে। একই রকম স্ফূর্তি এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তবে, বলিউডে চিরকাল জায়গা পাকা থাকে না বলেই মনে করেন করিনা। তাঁর মতে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলাতেও হবে। করিনার কথায়, ১০ বছর টিকে গেলে পরের ভাবনা। প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য নিজেকেও বদলানোর প্রয়োজন। কিন্তু পুরুষশাসিত এই ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা সত্যিই কঠিন। দীর্ঘ ২৫ বছরে করিনা বহু ''সুপারস্টারের'' সঙ্গে অভিনয় করেছেন। সাফল্য পেয়েছেন। তবে করিনা মনে করেন, এরই পাশাপাশি তিনি এমন বহু ছবিও করেছেন, যেখানে তাঁর ''অভিনেত্রী" সত্তাও ফুটে উঠেছে। করিনার কথায়, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমি নিজের কাজের বিশ্লেষণ করি। তার পর মনে হয়, এ বার আমার নতুন কিছু করা উচিত। ২০০০ সালে জেপি দত্ত পরিচালিত ''রিফিউজি'' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন করিনা। তার পর তাঁর অভিনীত একাধিক ছবি সফল হয়েছে। সম্প্রতি ''দ্য বাকিংহাম মার্ডার্স'' ছবিতে করিনার অভিনয় দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

প্রতিবাদের শহরে পুজোর গানে বিশেষ চমক

পুজোর গানের অপেক্ষায় থাকেন সঙ্গীতপ্রেমীরা। এ বারও পুজো উপলক্ষে মুক্তি পাচ্ছে বেশ কয়েকটি বাংলা গান। তাদের মধ্যে অন্যতম ''উমা এলো বাপের বাড়িতে''। আশা অডিয়োর এই গান গেয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য, মেখলা দাশগুপ্ত, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক, উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায় ও প্রস্মিতা পাল।

আগামী ১ অক্টোবর মুক্তি পাবে এই গান। আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ জারি। প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন সঙ্গীতশিল্পীরাও। এই গান প্রকাশের পরে সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা করছেন শিল্পীরা? মনোময় ভট্টাচার্য বলেছেন, "উৎসবে না ফেরা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তার প্রভাব শিল্পীদের উপরেই পড়েছে। বেশ কিছু অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। অনুানের জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু গায়ক-গায়িকা নন, সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। পুজোর সঙ্গে তো আর্থিক বিষয় থাকেই। আর যাঁরা সমাজমাধ্যমে সমালোচনা করেন তাঁদের নিয়ে আমার কোনও উদ্বেগ নেই।" গায়ক বলেন, ''সবাই কাজ করছেন। কেন বিনোদন জগতেই বা প্রভাব পড়বে! মন নিশ্চয়ই ভারাক্রান্ত। এই মন নিয়েই আমরা প্রতিবাদ করব। এটা আমাদের রোজগার। যাঁরা ট্রোল করেন তাঁদের কথায় গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই কারণ তাঁরা কেউ টিকিট কেটে অনুষ্ঠান দেখতে আসেন না। তাঁদের কাজই নেতিবাচক কথা বলা।'' এই প্রসঙ্গে মেখলা বলেন, ''যা ঘটেছে, আমাদের কারও মন ভাল নেই। কিন্তু কাজ তো করতেই হবে। আমি নিজের মতো করে প্রতিবাদ করেছি। আমাদের মিউজিক ভিডিয়ো শুটিংয়ের সময়েও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সব সময় তো মুষড়ে পড়তে পারি না। খালি পেটে বিপ্লব হয় না। আবার সব সময় দুঃখী হয়েও প্রতিবাদ করা যায় না। সব সময় কেঁদে প্রতিবাদ করা যায় না। অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েও প্রতিবাদ করা যায় মঞ্চ থেকে।'' এই গানটি লিখেছেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়, সুর দিয়েছেন শোভন। দেবী দুর্গার আগমন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে এই গানের ভিডিয়োয়। একটি রাজবাড়িতে এই গানের ভিডিয়োর শুটিং হয়েছে।

৩২ বছরের পুরনো রামায়ণ ফিরছে বড় পর্দায়

বিজয়া দশমী আর দীপাবলির মধ্যবর্তী সময়ে নানা কাজ মিটিয়ে লঙ্কা থেকে অযোধ্যার দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন রামচন্দ্র, ১৪ বছর পর। সঙ্গে ছিলেন সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান ও বানরসেনা। এ বছর সেই সময়েই পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে, ''রামায়ণ: দ্য লেজেন্ড অফ প্রিন্স রাম", প্রায় ৩২ বছর পর। ইন্দো-জাপানি প্রযুক্তিতে তৈরি এই বিশেষ অ্যানিমেশন ছবিটি তৈরি হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তার পর, চলতি বছর ১৮ অক্টোবর প্রথম বার হিন্দি, তামিল, তেলুগু এবং ইংরিজি ভাষায় মুক্তি পাবে বড় পর্দায়। এ ছবি যখন তৈরি হয়েছিল তখন প্রযুক্তির এমন উন্নতি হয়নি। হাতে এঁকেই তৈরি করা হত অ্যানিমেশন। তার পর বহু জল গড়িয়েছে গঙ্গা দিয়ে। এখন উন্নত কৌশলে অ্যানিমেশন করা যেমন সহজ, তেমনই ঝকঝকে সেই সব ছবি। তবু ভারতীয় দর্শকের মধ্যে এই তিন দশকের পুরনো ছবি নিয়ে আগ্রহ রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারত ও জাপানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মিত এই ছবি যৌথ ভাবে প্রযোজনা করেছিলেন জাপানের উগো সাকো এবং ভারতের রামমোহন। যদিও বিদেশি হাতে ভারতীয় মহাকাব্যের এই নির্মাণ নিয়েও কম বিতর্ক তৈরি হয়নি। এক দিকে অ্যানিমেশন, অন্য দিকে বিদেশি প্রযোজনা। ফলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গত বছর ''আদি পুরুষ'' মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই অনেকে বলতে শুরু করেছিলেন এই বিশেষ ছবিটির কথা। ভারতীয় মহাকাব্যের প্রথম অ্যানিমেশন ছবি হিসাবে উঠে আসে এই ছবিটির নামই। এর ইংরিজি সংস্করণে রাম ও রাবণের চরিত্রের জন্য কণ্ঠদান করেছিলেন ব্রায়ান ক্র্যানস্টন এবং জেমস আর্ল জোন্স। হিন্দিতে অরুণ গোভিল এবং ওমরীশ পুরি। ইতিমধ্যেই নতুন করে পোস্টার ও টিজার প্রকাশ করা হয়েছে। গত কয়েক মাসে বাংলা, হিন্দি বা দক্ষিণ ভারতীয় নানা ছবি পুনর্মুক্তি পেয়েছে। সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের ''মহানগর''-এর পুনর্মুক্তির কথাও জানা গিয়েছে। সেই সময় আবারও পর্দায় ফিরতে চলেছে রামায়ণ। ভারতের একটি প্রযোজনা সংস্থা নতুন করে ছবিমুক্তির কথা ভাবছে। তাদের তরফে অর্জুন অগরওয়াল বলেন, "আমাদের বিশ্বাস ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এই ছবিটি দেখবেন। যে হেতু অ্যানিমেশন, ফলে শিশুদের বিশেষ আগ্রহ থাকবে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কেরাও এই ছবির প্রতি আকৃষ্ট হবেন।"

'জাতির জনক গান্ধীজি'

দীপক রঞ্জন কর

অহিংসার পূজারী গান্ধীজি ছিলেন নিষ্ঠাবান,
ভক্তি মতি মায়ের তিনি সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান।
বাল্য চরিত্র ছিল সদাই উন্নত ও মহান
সৎ চিন্তা, সৎ ভাবনা,সংযম বিনয়ী প্রাণ।

অনশন,ব্রত পালনে শুরু জীবন অভিযান
সত্য ও সাহসের মন্ত্র বাবার কাছেই পান।
শৈশবে মায়ের কাছে শুনতেন রামায়ণ
রামচন্দ্র আদর্শ হৃদয়ে করেন চিত্রায়ন।

স্বাধীনতায় উৎসর্গিত বাপুজির সারা জীবন
ব্রিটিশ বিরুদ্ধে লড়াই বহুবার কারারুদ্ধ হন।
সর্ব সম্প্রদায় সম্মিলিত স্বপ্ন এক ভারত গঠন
সকলকে নিয়ে তাঁর অহিংসা আন্দোলন।

অস্পৃশ্য,সূচি ছিলনা ওনার মনে বিভাজন
মুচি,মেথর,ঝাড়ুদারে স্নেহে বলতেন হরিজন।
যুব শক্তির প্রতি বাপুজির সদাই ছিল আহ্বান
গ্রামের মাঝেই শহরকে তিনি খুঁজতে শেখান।

দেশ মুক্তির নেতৃত্ব ভার তুলে নিজের কাঁধে
"ভারত ছাড়ো আন্দোলন" ব্রিটিশের বিরুদ্ধে।
আদর্শ সত্য নিষ্ঠায় করেন সবার শ্রদ্ধা অর্জন
"অসহযোগ আন্দোলনে" বিদেশি দ্রব্য বর্জন।

আততায়ীর গুলিতে সহসায় জীবন অবসান
গান্ধীজি "জাতির জনক" রূপে স্বীকৃতি পান,
গান্ধীজির জীবনদর্শন এক উজ্জ্বল অবতার,
সত্য,ত্যাগ সেবা ছিল তাঁর মূলমন্ত্র অহিংসার।

ভুখা মাঝি

সাজ্জাদ হোসেন

ভুখা মাঝি শুখা নদীত
কেমনে চালাবে নাও?
কোদাল দিয়ে কুপাতে হয়
পেয়ে গেল ভাও।

জুয়েনাতে চপাৎ চপাৎ
কুপাতে যে থাকে,
ভূতল তারই আকু -য়া
কেমনে ধরে রাখে?

সলিল দিয়ে বিনৎ হলে
ভাসিয়ে দিল তরী,
ধীরে ধীরে বৈঠা ডুবায়(২)
মৃদুমন্থর করি।

ন'মাস বাদেই তোটিনি যে
ফুলে ফেঁপে উঠে,
অপত্ততে গেল ভরি
শ্যামল মৃদা মাঠে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচারের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা অভিযান ২০২৪-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ

মালিগাঁও, ০১ অক্টোবর, ২০২৪: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রচার ও পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিতে দেশব্যাপী ‘‘স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৪’’ অভিযানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অভিযানটি ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং ০২ অক্টোবর, ২০২৪ শেষ হবে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের ১০ম বর্ষপূর্তি এবং জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে অর্থাৎ ০২ অক্টোবর, স্বচ্ছ ভারত দিবসে সমাপ্তি ঘটবে। এই বছরের থিম হলো ‘‘স্বভাব স্বচ্ছতা-সংস্কার স্বচ্ছতা’’, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশজুড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে জনগণের দায়বদ্ধতার ভূমিকা ও সম্মিলিত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। উপযুক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা, প্রকাশ্যে মলত্যাগ বন্ধ করতে উৎসাহ দেওয়া এবং স্টেশন ও রেলওয়ে ট্র্যাক পরিষ্কার করে রাখা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এই প্রচার অভিযান চালু করা হয়েছিল। রেলওয়ে কর্মী, তাদের পরিবারের সদস্য এবং যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রথম দিন থেকেই রেলওয়ে কলোনি, কর্মস্থল এবং স্টেশন চত্বরগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে স্বচ্ছতার শপথের মাধ্যমে এই স্বচ্ছতা অভিযান শুরু হয়েছিল, যেখানে সমস্ত পিএইচওডি, এইচওডি এবং কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে সাফাই মিত্রদের মধ্যে পিপিই কিটের পাশাপাশি সেফটি গিয়ার বিতরণ করা হয়। এই শিবিরে সাফাই মিত্রদের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমের তথ্য তুলে ধরা হয়। নিউ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় টাউন, রঙিয়া ও ডিব্রুগড়ে ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়ে সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবিরের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির স্থাপন করা হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর মালিগাঁও অফিসার্স কলোনি থেকে রেলওয়ে স্টেডিয়াম পর্যন্ত আয়োজিত ওয়াকাথনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। ‘‘স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত’’ স্লোগানের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই ওয়াকাথন কর্মসূচি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সবগুলি ডিভিশনেই আয়োজন করা হয়েছিল। স্বচ্ছ পরিবেশের সাথে সুস্থ জীবন যাপনকে উৎসাহিত করতে স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৪-এর অনুষ্ঠানে সবগুলি ডিভিশনে বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৪ অভিযানের অংশ হিসেবে ‘‘এক পেড় মা কে নাম’’ শীর্ষক উদ্যোগের অধীনে মালিগাঁওয়ে আয়োজিত এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের নেতৃত্ব দেন। এই অভিযানের উদ্যোগ হিসেবে ‘ওয়েস্ট টু আর্ট’ ধারণা প্রচারের লক্ষ্যে গুয়াহাটি স্টেশনে বর্জ্য প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির আয়োজন করা হয়েছিল। জনগণের মধ্যে স্বচ্ছতা এবং সুস্থতা বজায় রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে কলোনিগুলির ঘরে ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আবর্জনা সংগ্রহের অভিযান চালানো হয়।

অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

গুয়াহাটি, ০১ অক্টোবর ২০২৪, পিআইবি।। কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ইটানগরের রাজভবনে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেটি পারনায়েক, পিভিএসএম, ইউওয়াইএসএম, ওয়াইএসএম (অবসরপ্রাপ্ত) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। বৈঠকে তাঁরা অরুণাচল প্রদেশকে আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাজ্যপাল তাঁর জেলা সফর এবং প্রত্যন্ত প্রশাসনিক অঞ্চলের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে নেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে নির্মিত প্রায় ৫, ৫০০টি জরাজীর্ণ প্রশাসনিক ভবন প্রতিস্থাপনের জন্য বিশেষ এককালীন আর্থিক সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

রাজ্যপাল বলেন, যেহেতু আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে কোনও ঋণ প্রাপ্তির সংস্থান নেই এবং আর্থিক সহায়তার জন্য রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়, সেহেতু অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যকে অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দ দিয়ে সহায়তা করা দরকার। তিনি রাজ্যের আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পরিবেশ, জলবিদ্যুৎ এবং সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য বিশেষ সহায়তার আওতায় অর্থ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করেছেন। জেলা সফরকালে বোলেং ও আলোতে ’’লাখপতি দিদি’’দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছিলেন রাজ্যপাল। তিনি রাজ্য সরকারের আউটরিচ ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম, সেবা আপকে দ্বারে ব্যাঙ্কগুলির সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেছেন, যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, অরুণাচল প্রদেশের একটি পরিবারের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে, অটল পেনশন যোজনা, দুলারি কন্যা যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির পাশাপাশি আত্মনির্ভর অরুণাচলের মতো রাজ্য প্রকল্পগুলিতে সুবিধাগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন অরুণাচল প্রদেশকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফের অকপটে মহাগুরু, এই মুহূর্তে আটটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ মিঠুন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি. স.): বহু অপেক্ষার পর অকপটে মিঠুন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার শেষ হতে চলেছে তাঁর বাংলা ছবির শুটিং। ৪৭ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের খেলাত ভবনে প্যাক আপ-এর অপেক্ষায়। উল্লেখ্য, গত ১৮ দিন ধরে একটানা ছবির আউটডোর চলছে কলকাতাতে। পাথুরিয়াঘাটা জমিদারবাড়ি বলেই খেলাত ঘোষের বাড়ি অধিক পরিচিত। এদিকে, আলিপুর জজ কোর্ট, টালিগঞ্জ, সল্টলেকের বিভিন্ন জায়গায় পথেঘাটেও এই ছবির দ্রুততার সঙ্গে কাজ হয়েছে। কাজের ফাঁকে ফুরসত মিলতেই জিজ্ঞাসা ও চটজলদি উত্তর - এই মুহূর্তে তাঁর হাতে আটটি ছবি রয়েছে। এর মধ্যেই একটি ঐতিহাসিক তেলেগু ছবিও। দক্ষিণের নায়ক প্রভাসের সঙ্গে ওই ছবিতে রয়েছেন বর্ষীয়ান মিঠুন চক্রবর্তী, জয়াপ্রদা ও নৃত্যশিল্পী ইমানভি। ওই ছবির পরিচালক হানু রাঘবপূতি। এছাড়াও চারটি বাংলা ছবি ও তিনটে হিন্দি ছবির সঙ্গে চুক্তি ইতিমধ্যেই স্বাক্ষর করে ফেলেছেন। পরবর্তীতেও একাধিক ছবি রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই সাক্ষাৎকার পর্বে তিনি জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে ’’ভীষণ চুজি’’। খুবই ভেবে চিন্তে ও বাছাই করা ছবিতে অভিনয় করে চলেছেন তিনি। বলেছেন, ’আগের মত এনার্জি নেই তো! বয়স ও একটা ফ্যাক্টর, তাই না। আগে কেউ চিনতও না। অভিনয়ের পরেও না। কাজেই অনামী থেকে স্টার হয়ে যাওয়া এবং পরে মেগাস্টার এই খেতাব ধরে রাখা ও কঠিন লড়াই।’ প্রসঙ্গতঃ আগামী ৮ অক্টোবর তাঁর অভিনীত পথিকৃৎ বসুর বাংলা ছবি ‘শাস্ত্রী’ রিলিজ হতে চলেছে। আবার ওই দিনই দাদা সাহেব ফালকে সম্মানের শিরোপা উঠবে হাতে, যারপরনাই আপ্লুত তিনি।

মাওবাদী যোগ, পানিহাটিতে তল্লাশি অভিযান এন আই এ—র

পানিহাটি, ১ অক্টোবর (হি. স.) মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগ রয়েছে এই সন্দেহে পানিহাটি পল্লীশ্রী এলাকায় শিপ্রা চক্রবর্তী নামে মহিলার খোঁজে তাঁর বাড়িতে হানা দিলেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ—র আধিকারিকরা। এন আই এ আধিকারিকদের চারজনের একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয়বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোরের দিকে পানিহাটি পৌরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে পল্লীশ্রী এলাকায় শিপ্রা চক্রবর্তী নামে জনৈক মহিলার বাড়িতে অভিযান চালায়। শিপ্রা চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী মানবেশ সরকার মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

আত্মনির্ভরতা ও উন্নত প্রশিক্ষণের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে বায়ুসেনা : এ পি সিং

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.): আত্মনির্ভরতা ও উন্নত প্রশিক্ষণের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে বায়ুসেনা। জোর দিয়ে বললেন দেশের নতুন বায়ুসেনা প্রধান এ পি সিং। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, ’বায়ুসেনা আত্মনির্ভরতা, অপারেশনাল সক্ষমতা এবং উন্নত প্রশিক্ষণের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। এগুলির দিকেই আমার মনোযোগ থাকবে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে পুনরায় মানিয়ে নিতে থাকব।’সোমবার দেশের নতুন বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার বুঝে নেন এয়ার মার্শাল এ পি সিং। এরপর মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বায়ুসেনা প্রধান। নিজের মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন তিনি। বায়ুসেনা প্রধান এ পি সিং আরও বলেছেন, ’আমি তেজস প্রোগ্রামের সঙ্গে ফ্লাইট পরীক্ষার দিন থেকেই যুক্ত ছিলাম এবং এটি আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি। আমি জানি, এই বিমানটির সক্ষমতা রয়েছে।’

ইটানগরে ১৪ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরি পত্র বিলি করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১ অক্টোবর ২০২৪: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ আজ ইটানগরে একটি গ্রামীণ ঋণ বন্টন শিবির কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পেমা খান্ডুও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন আর্থিক পরিষেবা বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, ডিএফএসের পদস্থ আধিকারিক, এসবিআইয়ের চেয়ারম্যান, নাবার্ডের চেয়ারম্যান, সিডবিআইয়ের সিএমডি এবং রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এই কর্মসূচিতে অর্থমন্ত্রী স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া -র সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সি এস আর) আওতায় ছাত্রীদের হাতে একটি অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান, একটি শববাহী ভ্যান এবং ৫০টি সাইকেল তুলে দিয়েছেন। এছাড়াও নাবার্ডের দুটি প্রদর্শনী ভ্যান এবং স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একটি মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যানেরও যাত্রার সূচনা করেছেন তিনি।

এই উপলক্ষে আত্মনির্ভর ভারত, দীনদয়াল উপাধ্যায় স্বাবলম্বন যোজনা (ডিডিইউএসওয়াই), মুদ্রা, স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া, পিএমএস স্বনিধি, পিএম বিশ্বকর্মা, স্বয়ংসিদ্ধা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মতো বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ১৬০টি অ্যাকাউন্টে মোট ১৪.৪১ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরি পত্র প্রদান করেছেন তিনি। নাবার্ডের হস্তক্ষেপের অধীনে, গ্রামীণ স্টার্ট-আপগুলিকে সহায়তা করার জন্য অরুণাচল প্রদেশ ইনোভেশন অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্ক (এপিআইআইপি) কে ৪৯.৮৫ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আরবিআইসি স্থাপনের জন্য রাজীব গান্ধী (সেন্ট্রাল) বিশ্ববিদ্যালয়কে ১.৫০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সাক্ষরতা কর্মসূচীকে সমর্থনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের আওতায় নাবার্ডের পক্ষ থেকে ১৭৮৬ লক্ষ টাকাও মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের প্রসারের জন্য স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৪০ লক্ষ টাকা অনুদানও মঞ্জুর করা হয়েছে এদিন।অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মঞ্জুরি পত্রের প্রাপকরা এরজন্য তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ওখলার সরকারি স্কুল পৃথক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ’স্বভাব স্বচ্ছতা সংস্কার স্বচ্ছতা প্রচারাভিযানের’ আয়োজন করেছে

শিক্ষার্থীরা ’স্বচ্ছতা হি সেবা’ থিমে শিল্পের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে

নয়াদিল্লী, ১ লা অক্টোবর ২০২৪:গভর্নমেন্ট গার্লস সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, হরকেশ নগর, ওখলা দ্বিতীয় ধাপে পৃথক ফাউন্ডেশন এবং ইস্পাত মন্ত্রকের সহযোগিতায় স্বভাব স্বচ্ছতা সংস্কার স্বচ্ছতা (৪ছ) প্রচারাভিযানের আয়োজন করেছে। ইস্পাত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শ্রী সুভাষ কুমার, পৃথক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শ্রী অভয় রাজ সিং, ওওছছছ-এর প্রিন্সিপাল শ্রী অভয় রাজ সিং, শ্রীমতী শীতল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের ২০০ জন শিক্ষার্থী ’স্বচ্ছতা হি সেবা’ থিমে শিল্পের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে।

এই বছর স্বাধীনতা দিবসে, প্রধানমন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদি জোর দিয়েছিলেন যে কীভাবে স্বচ্ছতা দৈনন্দিন জীবনের একটি মৌলিক দিক হয়ে উঠেছে, সারা দেশে আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনছে। এই বছরের থিম, স্বভাব স্বচ্ছতা সংস্কার স্বচ্ছতা (৪ছ) ২০২৪, আচরণগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করার দিকে একটি পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে।

স্বভাব স্বচ্ছতা সংস্কার স্বচ্ছতা (৪ছ) প্রচারণা তিনটি মূল স্তম্ভকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে, যথা,হ্) স্বচ্ছতা কি ভাগিদারি; হ্) সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা; এবং হ্) সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির চেয়ারম্যান, পৃথক ফাউন্ডেশন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, “সমস্ত পৃথক ফাউন্ডেশন পরিবারের পক্ষ থেকে, আমরা ইস্পাত মন্ত্রণালয় এবং ছজ্জজ্জ্র টিমকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা ইভেন্ট বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক অংশীদার হিসেবে পৃথক ফাউন্ডেশনকে নির্বাচিত করেছে। অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু আচার এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে ড্রয়িং পোস্টার সহ সার্টিফিকেট সাক্ষর করে পৃথক ফাউন্ডেশনে ফেরত দেওয়া হবে।

জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিবাদে ফের সরব হতে শুরু করেছেন অনেকে

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাত দখল করেছেন মেয়েরা। চারিদিকে একটাই আওয়াজ, ’’উই ওয়ান্ট জাস্টিস’’। মঙ্গলবার থেকে সেই আওয়াজ-সহ আরও একাধিক বিষয়ের প্রতিবাদে সরব হতে শুরু করেছেন অনেকে। এদিন সন্ধ্যায় লক্ষ কণ্ঠের আওয়াজ উঠতে চলেছে ‘রাস্তা দখল’ মহামিছিলে।

কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত রাস্তা দখল করবে একাধিক সংগঠন। তাঁদের স্লোগান ‘লক্ষ কণ্ঠ রাজপথে, সব প্রতিবাদ একসাথে’। আর সেই মিছিলেই দেখা যাবে সদ্য তৃণমূলের সাংসদ পদ ত্যাগ করা জহর সরকারকে। উপস্থিত থাকবে ডাক্তার সংগঠন থেকে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান সমর্থকরা। থাকবে রিকশাচালক, যৌনকর্মী, যাদবপুর-প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরাও।

মেঘালয়ে বিএসএফ-এর অভিযানে উদ্ধার প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকার পণ্যসামগ্রী, আটক পাঁচ ভারতীয় চোরাচালানকারী

শিলং, ১ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় বিএসএফ-এর অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকার পণ্যসামগ্রী। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে পাঁচ ভারতীয় চোরাচালানকারীকে।

সোমবার রাতে মেঘালয়ে কর্তব্যরত ১৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর এক বিবৃতিতে এ খবর দিয়ে জানানো হয়েছে, জওয়ানরা পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার অন্তর্গত রানিকোর-ডাঙ্গার টি-জংশনে এমএল ০৫ জি ০৭০১ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বাস এবং একটি ট্রাকে তালাশি চালান।

ট্রাক এবং বাস রাজধানী শিলং থেকে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকার দিকে যাচ্ছিল। বাস এবং ট্রাক থেকে ১৩,৩৭,২৮০ টাকার ‘নাসিরউদ্দিন বিড়ি’ সহ প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকার ভোজ্য-পণ্য সামগ্রী উদ্ধার করেছেন বিএসএফ-এর জওয়ানরা। সামগ্রীগুলির কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি গাড়ি দুটির চালক। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে পাঁচ ভারতীয় চোরাকারবারিকে।

ধৃতদের প্রদত্ত বয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে বিএসএফ-এর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিড়ি ও ভোজ্য-পণ্য সামগ্রীগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল তাদের। পণ্য সামগ্রী সহ ট্রাক এবং বাসকে ডাঙ্গার পুলিশ আউটপোস্টে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বনাথে পিস্তল ও বহু পরিমাণের নকল টাকা তৈরির সাদা কাগজ সহ আটক তিন যুবক

বিশ্বনাথ (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলা সদরে সংলগ্ন চারিআলি বড়গোলার কাছে পিস্তল সহ তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে বহু পরিমাণের নকল টাকা তৈরির সাদা কাগজ। এর সঙ্গে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে তাদের ব্যবহৃত এএস ০১ ইটি ২০৫২ নম্বরের একটি চার চাকার দামি গাড়ি।আজ বিশ্বনাথ সদর থানার পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে চারিআলি বড়গোলা এলাকায় পুলিশের টহলদারী দল বিশ্বনাথঘাটের দিক থেকে আগত একটি কারে তালাশি চালায়। তালাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে একটি অবৈধ পিস্তল এবং বহু পরিমাণের নকল টাকা তৈরির সাদা কাগজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পিস্তল এবং জাল নোট তৈরির সঙ্গে তিন যুবক যথাক্রমে লক্ষজ্যোতি শর্মা, হীরকজ্যোতি বরা এবং টিং সেইন চারিইয়াংকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে টিং সেইন চারিইয়াং মেঘালয় এবং বাকি দুজন তেজপুরের বাসিন্দা। ঘটনা সম্পর্কে ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা, জানিয়েছেন সদর থানা কর্তৃপক্ষ।

মণিপুর : বন্যা ও ভূমিধসে জনজীবন ব্যাহত ননে জেলার

ইমফল, ১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে মণিপুরের ননে জেলা। গত তিনদিনের অবিরাম বর্ষণে জেলায় সৃষ্ট বন্যা এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় ভূমিধস পড়ে দৈনন্দিন জনজীবন ব্যাহত নাগরিককুলের।

স্বচ্ছতা হি সেবা’র অঙ্গীকারে

নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল নিপকো

আগরতলা, ০১ অক্টোবর ২০২৪:: দেশজুড়ে চলা ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’ অভিযানের প্রচারে নানা ধরনের কর্মসূচির আয়োজন হচ্ছেঊ ব্যতিক্রম নয় ত্রিপুরাওঊ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই অভিযানকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই চলছে বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির আয়োজন।

মঙ্গলবার আগরতলায় ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’ অভিযান উপলক্ষ্যে ‘নিপকো’র উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতার প্রচারে যুব-সংযোগের জন্য এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হয়ঊ ‘চলুন, ফুটবল খেলি’ এই স্লোগানে আয়োজিত এই ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উতাহ উদ্দীপনা দেখা গেছেঊ এদিনই ‘নিপকো’র পক্ষ থেকে ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’ অভিযানের প্রসারেই সিপাহিজলা জেলার কে.কে. নগরেও সাফাইমিত্র ও তাদের পরিবারের জন্য চিকিতা শিবিরের আয়োজন করা হয়ঊ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে ছিল এই উদ্যোগ।

আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমির মাঠে আয়োজিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে মুখোমুখি হয় আগরতলা স্পোর্টস স্কুল এবং উমাকান্ত মর্নিং ক্লাবঊ এই প্রাণবন্ত আয়োজন উপভোগ করার জন্য প্রচুর দর্শক হাজির হয়েছিলেনঊ খেলার শেষে নিপকো ত্রিপুরার পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রধান শ্রী জে.এল. দাস বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষায় সবাইকে স্বচ্ছতা নিয়ে শপথ পাঠ করান। পরিচ্ছন্নতার প্রতি এই অঙ্গীকার উপস্থিত সবাইকে গভীরভাবে অনুরণিত করে। ফুটবল ম্যাচের বিজয়ী দলকে তাদের স্বীকৃতিস্বরূপ ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করেন নিপকোর কর্মকর্তারা।

এদিকে সিপাহিজলা জেলার কে.কে. নগরের স্কুলে নিপকোর উদ্যোগে স্বচ্ছতা হি সেবা উপলক্ষ্যে সাফাইমিত্র এবং তাদের পরিবারের জন্য চিকিতা শিবিরের আয়োজন করা হয়ঊ এনিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধনপুরের বিধায়ক শ্রী বি. দেবনাথঊ বিধায়ক এই উদ্যোগের প্রশংসা করে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সাফাই মিত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

শিবিরে সাফাই মিত্র ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ৫০ জন মহিলা সহ মোট ১১৯ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়ঊ যারা স্বচ্ছতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন, সেই সাফাইমিত্রদের কল্যাণে নিপকো-র প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে এই স্বাস্থ্য শিবিব। স্বাস্থ্য শিবিরের পরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের সামনে হাতে-কলমে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে সবাই মিলে স্বচ্ছতার শপথ নেনঊ অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন। চিকিতা শিবির ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজনের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে নিজেদের অঙ্গীকারকেই পুনরুচ্চারিত করল ‘নিপকো ত্রিপুরা’।

অন্যদিকে মন্দাই স্কুলে ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’ প্রচারাভিযানে তিন দিনের একটি আকর্ষণীয় ছাতা-চিত্রকলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ছাতা এঁকে তাদের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করেঊ প্রতিটি অঁকা ছাতা মূলত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনার একটি প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়ঊ যা তাদের শৈল্পিক দক্ষতা এবং একটি পরিচ্ছন্ন দেশের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শিত করে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরও পুরস্কার প্রদান করেন নিপকো’র আধিকারিকরা।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

এই বৈঠক বলে দাবি করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সদস্যতা অভিযানের প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এবিষয়ে বিধায়ক ভগবান দাসের যুক্তি, রাজ্যে অনেকের কাছে স্মার্টফোন নেই বা যেই এলাকায় বসবাস করেন সেখানে ইন্টারনেট সমস্যা রয়েছে। তাই প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ সদস্য সংগ্রহের অভিযান পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হবে বলে দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● তিনের পাতার পর

উন্নয়নের প্রধান শর্তই হচ্ছে শান্তি। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যকে অষ্টলক্ষ্মী নামে অবহিত করেছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের জনক হিসাবে পরিচিত চিকিৎসক ডা. জয়গোপাল জলির জন্মদিবসকে জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস হিসাবে পালন করা হয়। মুমুর্ষ রোগীর জীবন বাঁচাতে রক্তদানের কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে রক্তদান জনজাগরণের রূপ নিয়েছে। রাজ্যের জনগণ বিশেষ করে মহিলারাও স্বতস্ফূর্তভাবে রক্তদানে এগিয়ে আসছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্য বলেন, ত্রিপুরা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের আওতায় এসেছে। দেশে খুব কম রাজ্যই এধরণের সুবিধা রয়েছে। সামাজিক এবং আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের কল্যাণে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাটি দেশে চালু করা হয়। রাজ্যের প্রাথমিক, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত। অনুষ্ঠানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য শাখার মিশন ডাইরেক্টর ড. সমিত রায় চৌধুরী, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডাঃ এইচ পি শর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, চীফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা-২০২৩ এবং জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবসের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে চিকিৎসা পরিসেবায় আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অন্তর্গত স্টেট হাসপাতাল ক্যাটাগরিতে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার, জেলা হাসপাতাল ক্যাটাগরিতে ধলাই জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল ক্যাটাগরিতে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল, কমিউনিটি হেলথ ক্যাটাগরিতে মনুবাজার রুরাল হাসপাতাল এবং প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ক্যাটাগরিতে রূপাইছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেরা হাসপাতালের শিরোপা পেয়েছে। চীফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা-২০২৩ এ সর্বাধিক আয়ুষ্মান কার্ড জেনারেশনের জন্য সেরা জেলা হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও আয়ুষ্মান ভারত ডিজিট্যাল মিশনের অধীনে সর্বাধিক স্ক্যান ও শেয়ার ক্যাটাগরিতে পানিসাগর মহকুমা হাসপাতাল এবং হেলথ রেকর্ড সংযোগের ক্ষেত্রে সেরা বেসরকারি সুবিধা প্রদানকারী হিসেবে টেরেসা ডায়গোনোস্টিক সেন্টার পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও আভা জেনারেশনে সেরা দপ্তর হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ সংশ্লিষ্টদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'স্বাস্থ্য সংবাদ'র আবরন উন্মোচন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির আয়োজকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের রক্ত সংঞ্চালন পর্ষদের সদস্য সচিব ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সগৌরবে একাত্তর বছরে জাগরণ

● প্রথম পাতার পর

নীতির কারণে প্রতিপদে তাঁহাকে হোঁচট খাইতে হইয়াছে। এমনকি, তাঁহাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা হইয়াছে। মঠ চৌমুহনীতে তাঁহার অফিস আক্রান্ত হইয়াছে। ওই সময় রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিকরা তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছিলেন। ফলত, তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার তাঁহাকে দেহরক্ষী প্রদানে বাধ্য হইয়াছিল।

অতীতের পাতায় চোখ রাখিলে স্পষ্ট নজরে আসিবে, প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা জাগরণকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল। পরিণামস্বরূপ পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করিবার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হইয়াছিল। ওই সময় জাগরণ প্রকাশনা বন্ধ হইয়া যাইবার খবরে বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে তোলপাড় হইয়াছিল। ফলে, তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার জাগরণকে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। তবুও, বঞ্চনা থামিয়া যায় নাই।

যুগের সাথে তাল মিলাইয়া জাগরণ কলেবরে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মুদ্রণ মাধ্যমের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও জাগরণ পা দিয়াছে। স্বর্গীয় জাগরণ সম্পাদক সময়ের চাহিদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই, ২০০৮ সালে জাগরণ তাঁহার হাত দিয়া ডিজিটাল মাধ্যমে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু, এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কঠিন পরিশ্রম এবং প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তা অজান্তেই শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করিতেছিল, তাহা তিনি হয়তো বুঝিতে পারেন নাই। দীর্ঘ সময় ধরিয়া তিনি উচ্চ রক্তচাপ এবং মধুমেহ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ২০০০ সালে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ওই সময় তাঁহার বাচিয়া ফিরিবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় সে যাত্রায় তিনি সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছিলেন।

তাহার পর তিনি পুণরায় সংগ্রাম করিয়া চালাইয়া যাইতেছিলেন। তের বছর বাদে তাঁহার হৃদযন্ত্রে পুণরায় সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁহাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহি:রাজ্যে নেওয়া হইয়াছিল। সেখানে তাঁহার বাইপাস সার্জারি হইয়াছিল। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সনামধন্য চিকিৎসক ডা: দেবী শেট্টির তত্বাবধানে তাঁহার অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। তখন থেকেই তাঁহার শারীরিক সমস্যা শুধুই বাড়িতেছিল। হৃদযন্ত্রে সফল অস্ত্রোপচার হইলেও ক্রমশ তাঁহার কিডনি খারাপ হইতেছিল। ফলে, ২০১৯ সাল থেকে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ডায়ালাইসিস-এর উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। ২০২০ সালে সারা বিশ্ব জুড়িয়া মারণব্যাধি করোনা-র থাবা পরিয়াছিল। জাগরণ-এর স্বর্গীয় সম্পাদক ওই সময় করোনা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রতিনিয়ত আঘাত সহ্য করিয়া তিনি বাঁচিবার রসদ খুজিয়া পাইতেন জাগরণ-এর নিয়মিত প্রকাশনার মধ্য দিয়া।

অসুস্থতা সত্বেও জাগরণ সম্পর্কে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। জাগরণ-এর দায়িত্ব কাঁধে তুলিয়া নেওয়ার পর থেকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন তিনি নিজেই লেখিতেন। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন খবরের শিরোনাম লেখার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ঠ অবদান রাখিতেন। সময়ের সাথে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বাড়িয়াছে। ফলে, এক সময় নিরুপায় হইয়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখা বন্ধ করিয়াছেন। তবে, পত্রিকার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি নজরদারি বন্ধ করেন নাই। কিন্তু, ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি মারাত্মকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে বাঁচাইতে সক্ষম হইলেও মস্তিষ্কে প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয় নাই। তাহার পর থেকেই তাঁহার শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হইতে শুরু হইয়া যায়। ২০২৪ সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে জাগরণ পড়া তিনি বাদ দেন নাই। সজ্ঞানে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, জাগরণ তাঁর প্রাণ। আজ তাঁহাকে ঘিরিয়া পুরনো সব স্মৃতি মনে পড়িতেছে। সময়ের সাথে সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকতায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কখনো যাহা ছিল শুধুই নেশা, আজ তাহা পেশায় পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় পরিতোষ বিশ্বাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ একাত্তর বছরে জাগরণ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পথ যতই কঠিন হোক, জাগরণ সর্বদাই লক্ষ্যে অবিচল থাকিবে। একথা অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই, তাঁর অভাব প্রতিনিয়ত অনুভূত হইবে। কিন্তু, তাঁহার দেখানো পথেই জাগরণ-এর পথচলা অব্যাহত থাকিবে। সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিক তথা সম্পাদক হিসেবে তাঁহার সুখ্যাতি জাগরণ-এর আগামির পথ চলার দিশা দেখাইবে। সেই প্রত্যাশাই রইল।

৫৮৫৮.৬০ কোটি টাকার মঞ্জুরি

● প্রথম পাতার পর

মিলিয়ে জনগনের অসুবিধা দূর করতে কাজ করে চলেছে মোদী সরকার।

পাশাপাশি, সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতির সরেজমিন মূল্যায়নের জন্য শীঘ্রই ইন্টার মিনিষ্টিরিয়াল সেন্ট্রাল টিম (আইএমসিটি) পাঠানো হবে। আইএমসিটি-র মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদন পাওয়ার পরে, এনডিআরএফ থেকে রাজ্যগুলোকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা, করা,হবে এবং পদ্ধতি অনুসারে বিপর্যয় প্রভাবিত রাজ্যগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের পরিচালনায় এই বছরে ২১টি রাজ্যকে ১৪,৯৫৮ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২১টি রাজ্যকে এসডিআরএফ থেকে ৯০৪৪.৮০ কোটি টাকা, ১৫ টি রাজ্যকে এনডিআরএফ থেকে ৪৫২৮.৬৬ কোটি টাকা এবং ১১টি রাজ্যকে ষ্টেট ডিজাস্টার মিটিগেশান ফান্ড বা রাজ্য দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল অর্থাৎ এস ডি এম এফ তহবিল থেকে ১৩৮৫.৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বন্যা বিধ্বস্ত রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় এনডিআরএফ দল, সেনাবাহিনী দল এবং বিমানবাহিনীর সহায়তা সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এবং এনডিআরএফ এর অগ্রিম বরাদ্দ থেকে আরো ২৫ কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কেন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে বন্যা ত্রাণে সহায়তা প্রদান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়তায় কোনও ত্রুটি হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গতকালই কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিতীয় আন্তঃমন্ত্রণালয় টিম রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। তাঁরা সমস্ত বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করছেন। পরিস্থিতির অগ্রগতি নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট। আমরা জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে ২৫ কোটি টাকা পেয়েছি। এর আগে আমরা ৪০ কোটি টাকা পেয়েছি। এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তাঁদের পক্ষ থেকে সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। রাজ্যে বন্যার দরুণ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাই আমরা রাজ্য বাজেট থেকেও সহায়তা বরাদ্দ করেছি।

ডাঃ সাহা বলেন, ত্রাণ বিতরণ এবং পুনর্বাসনে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে সেটা নিশ্চিত করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়া তদারকি করছেন। সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যে আনুমানিক ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারের সহায়তায় আমরা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছি। প্রধানমন্ত্রীও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ ও পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করা হবে এবং এতে আমরা সফল হবোই।

শিল্প ও বানিজ্যমন্ত্রী

● তিনের পাতার পর

সামগ্রিক সহায়তা করা হবে। যশস্বীনি অভিযান সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় এমএসএমই মন্ত্রকের অধিকর্তা অঙ্কিতা পান্ডে বলেন, এর মাধ্যমে মহিলা স্বউদ্যোগীদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য কি কি করণীয় সেই সম্পর্কে সচেতন করা হবে। অনুষ্ঠানে এ সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত করা হয়। উল্লেখ্য, এবছরের ২৭ জুন রাজস্থানের জয়পুরে প্রথম র‍্যাম্প প্রকল্পের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকর্তা স্বপ্না দেবনাথ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিবিল, জেম সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যুক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের এমএসএমই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন।

ডিওয়াইএফআই-র

● তিনের পাতার পর

নেতৃত্বরা। তাঁদের দাবি, রাজ্যে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠা করা, ছাত্রী, যুবতী, মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, নেশা বাণিজ্য বন্ধ করা ও নেশাকারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা।

উদযাপিত

● তিনের পাতার পর

রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক গৌতম দাস। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শচীন দেববর্মণের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।

মোহনপুর মহকুমায় মোহনপুর পুরপরিষদের সাংস্কৃতিক হলে সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শংকর দেব, মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, পুরপরিষদের ডেপুটি সিইও ধীরপদ দেবনাথ, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অশোক দেববর্মা প্রমুখ।

সোনামুড়া মহকুমায় সোনামুড়া টাউনহলে সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, নগর পঞ্চায়তের কাউন্সিলারগণ, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক তুহিন আইচ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

করবুক মহকুমার পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে সুর সমাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন করবুক বিএসির চেয়ারম্যান প্রণব কুমার ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

গ্রেপ্তার এক

● তিনের পাতার পর

চম্পকনগর এলাকা দিয়ে একটি গাড়িতে করে বেশ কিছু নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। এই খবরের ভিত্তিতে চম্পকনগর থানার ওসি সঞ্জয় দেববর্মার নেতৃত্বে একটি স্করপিও গাড়ি থেকে ২০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা।

গাড়ির চালক অরণজিৎ দাসকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে গাড়িটির মালিক ওই যুবক নিজেই। তদন্তক্রমে তার সঙ্গে করা জড়িত রয়েছে তা বের করে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এসপি কিরন কুমার কে।

ডাইরেক্টর অফ ওয়েলফেয়ার অফ মাইনোরিটি দপ্তরে ডেপুটেশনে মিলিত প্রদেশ যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর: মাইনরিটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রফেশনাল কোর্সে পড়াশোনা করার জন্য বরাদ্দকৃত টাকা না কমিয়ে দ্রুত প্রদানের দাবিতে আজ ডাইরেক্টর অফ ওয়েলফেয়ার অফ মাইনোরিটি দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

মঙ্গলবার প্রদেশ যুব কংগ্রেস ডাইরেক্টর অফ ওয়েলফেয়ার অফ মাইনোরিটি দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করে। মাইনরিটিরা যারা বহি:রাজ্যে বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্স করছে তাদেরকে প্রতিবছর ৯০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। বিএড কোর্স করার জন্য প্রতিবছর ৯০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হতো তাদের। কিন্তু রাজ্য সরকার এ বছর যা কমিয়ে ৫০ হাজার টাকা করেছে বলে তাদের অভিযোগ। পাশাপাশি সময়মতো প্রদান করা হয় না সেই টাকা। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহায়তা ৯০ হাজার টাকা থেকে যেন না কমানো হয়, পাশাপাশি সময়মতো যেন তা প্রদান করা হয় সেই দাবিতে এদিন এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১ অক্টোবর:আমবাসা ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আমবাসা মিউনিসিপাল কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে পিআরটিআই হলে সোমবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার আমবাসায় পিআরটিআই হলে ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং মিউনিসিপিল কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন, সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আমাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মন্ত্রী বলেন রক্তদান মহৎ দান। এর চেয়ে বড় অন্যের কাজ সমাজে খুব বেশি একটা নেই।

আমাদের রাজ্যের ব্লাডব্যাংকগুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। রক্তের সংকট দূর করতে রক্তদান শিবিরে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এদিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট প্রগ্রেসিভ ফোরামের

আগরতলা, ১ অক্টোবর : তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট বিক্ষোভ প্রদর্শন করে গন ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট প্রগ্রেসিভ ফোরাম। অত্বিসতর দাবি পূরণ করা হলে আগামীদিনে বৃহত্তর ছাত্র যুব আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।সংগঠনের সদস্য শুভম আচার্য্য বলেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্য জুড়ে ৫১১ টি স্কুল বন্ধ এবং একীভূতকরণের পরিকল্পনা করছে। এই ছাড়াও সরকার বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত ফি চাপিয়ে দিচ্ছে। তাতে রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্র ছাত্রীদের বড় অংশ ইতিমধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেছে। আবার কেউ কেউ পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছেন। সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাসে এর প্রতিফলন ঘটেছে। এদিন তিনি আরো বলেন, সব স্তরের সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষকের তীব্র সংকট দেখা গিয়েছে। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ছাত্র, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের কাছে দাবির সমর্থনে গণস্বাক্ষর অভিযান করা হয়েছিল।

উদীচী ক্লাব

● আটের পাতার পর

কিন্তু পরবর্তীতে পৌর নিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটরের পৌরহিত্যে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও উক্ত পরিবারের যৌথ আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। সভায় আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির আবসান ঘটে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যতা গড়ে উঠে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে ক্লাবের সার্বজনীন দূর্গোৎসব সুন্দরভাবে সু-সম্পন্ন হবে বলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সামাজিক ক্লাবগুলিকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহবান করলেন বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর: ২রা অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার কমলপুর মহকুমার সালেমা আরডি ব্লকের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতির হলে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে সালেমা ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতি হলে মেগা রক্তদান শিবিরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, সালেমা আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিনা বিশ্বাস,ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল কর, চিকিৎসক প্রমিষ্ঠা দাস, সালেমা আরডি ব্লকের বিডিও প্রিতম দেবনাথ প্রমুখ।

এদিন মেগা রক্তদান শিবিরে সালেমা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পঞ্চায়েত কে যুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন সালেমা ব্লকের বিডিও প্রিতম দেবনাথ। মেগা রক্তদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন, বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন সংস্থা যদি এভাবে দুর্গা পূজার আগমূহুর্তে রক্তদান শিবির করেন তাহলে হয়তো দুর্গাপূজার সময় আমরা যেদিনগুলি আনন্দে কাটাবো ওই সময় কোন ভাইয়ের, কোন মায়ের, কোন বোনের রক্তের অভাব দেখা দিতে পারে। সেই অভাব থাকবে না। রক্তদান জীবন দান। রক্তদান মহৎ উদ্যোগ। এদিন মেগা রক্তদান শিবিরে মোট ৬২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

বজ্রপাতে গুরুতর আহত মহিলা সহ ২ জন

আগরতলা, ১ অক্টোবর : বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়েছে মহিলা সহ ২ জন ব্যক্তি। ঘটনাস্থল থেকে পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা দুইজনই চিকিৎসাধীনে রয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, আজ সাত সকালে খিলপাড়া এলাকায় বজ্রপাতে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের নাম, আরব আলী এবং জন্নাত বেবি। বর্তমানে দুজন গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

টিএসআর নবম বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ১ অক্টোবর: রক্তদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে টি এস আর নবম বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে।অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও একগুচ্ছ সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়ে শান্তির বাজার মহকুমার সাঁচীরামবাড়ী এলাকায় অবস্থিত নবমবাহিনী টি এস আর ক্যাম্পের হেডকোয়াটারে ২৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অভিতাভ রঞ্জন।

প্রধান অতিথির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ জি এস রাও, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ চেরিভ মারাক, এসিডেন্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ আর ডারলং, দক্ষিনজেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা, নবম বাহিনী টি এস আর এর কমানডেন্ট শ্রী অলোক ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা প্রথমে নবম বাহিনী টি এস আর জওয়ানদের দ্বারা আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন। সেখানে রক্তদানে জওয়ানদের রক্তদানে উৎসাহিত করেন ডি জি। পরবর্তীসময় ফটো ষ্টল পরিদর্শনকরেন ডি জি। ফটো ষ্টলের মধ্যে নবম বাহিনী টি আর জওয়ানদের বিভিন্ন কর্মসূচী প্রদর্শন করা হয়।

তাছাড়া, আজকের অনুষ্ঠানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের লোকজনদের হাতে পূজা উপলক্ষ্যে কিছু বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি ত্রিপুরা রাজ্যের টি এস আর জওয়ানদের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলে ধরেন। এইবছর বন্যায় লোকজনদের সাহাযার্থে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে টিএসআর জওয়ানরা।

সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর: বন্যা কবলিত এলাকার জনগনের মধ্যে শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে বস্ত্র বিতরন করল সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি।

মূলত এবার বন্যা পরিস্থিতির পরবর্তী সময়ে পূর্ব আগরতলা অঞ্চল এলাকায় যে এলাকাগুলি বন্যা বিপর্যস্ত ছিল ঐ এলাকার মধ্যে সরকারি তরফ থেকে বিশেষ কোনো সাহায্য মেলেনি। ঐ এলাকার মানুষই এই অভিযোগ তুলে ধরেছেন। প্রতিবছর শারদীয়া দুর্গাপুজোর সময় সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি এই উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ওই এলাকার ৩ শতাধিক মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় এদিন। সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি জেইল আশ্রম রোডস্থিত অফিসের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য অমল চক্রবর্তী, পার্টির সদর মহকুমা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অরুন সিনহা, রুপা গাঙ্গুলী, পার্টির পূর্ব আগরতলা অঞ্চল সম্পাদক সঞ্জয় দাস, পার্টির মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির সম্পাদিকা লিপিকা দাস প্রমুখ।

উৎসবের প্রাক্কালে বস্ত্র বিতরণকে কেন্দ্র করে মানুষদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী দিনেও এই ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে পার্টি মানুষের পাশে সর্বদা থাকবে বলে জানিয়েছেন।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে জাতীয় রক্তদান দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ অক্টোবর: সারাদেশের সাথে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পালিত হয়েছে জাতীয় রক্তদান দিবস। এরই অঙ্গ হিসেবে বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে জাতীয় রক্তদান দিবস উদযাপন করা হয়।

মঙ্গলবার বিশালগড় ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান দিবস উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মী সহ বিভিন্ন স্কুল সংগঠন এ রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া যারা নতুন রক্তদান করতে ইচ্ছুক তাদের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে তাদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হবে।

জাতীয় রক্তদান শিবির উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লাড ব্যাংকের দায়িত্ব প্রাপ্ত এমওআইসি ডা: রাজিব সরকার সহ অন্যান্য ডাক্তার এবং নার্সগন।

াঙ্গন

অনূর্ধ ১৯ জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে পরাজয়ে যাত্রা শুরু ত্রিপুরা দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরুতেই হোঁচট খেলো ত্রিপুরার মেয়েরা। অনূর্ধ ১৯ জাতীয় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেট দল গ্রুপ লীগে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচেই হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিপক্ষ ঝাড়খন্ড। স্বল্প রানের টার্গেট সত্ত্বেও ত্রিপুরার মেয়েরা ব্যর্থতার পরিচয় দিল। ১৩ রানে পরাজয় রাজ্য দল যেন কিছুতেই মানতে পারছে না। তবে আগামীকালের ম্যাচে বেঙ্গলের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে কোচেরা কিন্তু ত্রিপুরা দলের মেয়েদের উদ্দীপিত করে চলেছেন। চন্ডিগড়ে সেক্টর ২৬-এ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচের শুরুতে টস জিতে ঝাড়খণ্ড প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে উইকেট কিপার কুমারী পালাক সর্বাধিক ২৫ রান পায়। এছাড়া, ভূমিকার ২২ রান ও ওপেনার তন্বি দত্তের ১১ রান উল্লেখ করার মতো। পাঁচজনকে রান আউট করে ত্রিপুরার মেয়েরা যথেষ্ট ফিল্ডিং পারফরম্যান্সের পরিচয় দিলেও ব্যাটার্সরা শেষ রক্ষা করতে পারিনি। বোলিংয়ে তানিয়া দেব ৪ রানে এবং অন্তরানী নোয়াতিয়া ১৩ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার মেয়েরা ৯ উইকেট হারিয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে কেউ দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছুতে পারেনি। তবে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটার্সরা সাত, আট, নয় রান করে ধৈর্য্য হারিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে না আসলে ফলাফল অন্যরকম হতো।

অতিরিক্ত রান ১৪ সত্বেও ত্রিপুরার মেয়েরা হারতে বাধ্য হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের নেহা কুমারী শাহ নয় রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরার গতি রোধ করে দিয়েছে। ১৩ রানে জয়ী হয়ে ঝাড়খন্ড পুরো চার পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। গ্রুপ লীগের অন্যান্য খেলায় বেঙ্গল ১১ রানের ব্যবধানে উত্তর প্রদেশকে এবং রাজস্থান ১০ উইকেটের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করেছে।

সুপার লিগ : লালবাহাদুরকে ৪ গোলে হারিয়ে মোক্ষম জবাব এগিয়ে চল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় এগিয়ে চল সংঘের। ড্র-এর জুজু কাটিয়ে একেবারে চার গোলে দারুন জয়। তাও প্রথম ম্যাচে চার-তিন গোলে জয় পেয়ে সুপার লিগের শীর্ষে থাকা দল লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার কে হারিয়ে। এই জয়ের সুবাদে এগিয়ে চল সংঘ কিন্তু একেবারে শীর্ষে উঠে এসেছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল আসরের সুপার লিগের দ্বিতীয় দিনের প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ ৪-০ গোলের ব্যবধানে লাল বাহাদুর কে পরাজিত করেছে। খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলো সংঘ অনেকটা প্রাধান্য বজায় রেখে খেলেছে। ফলস্বরূপ খেলার দুই অর্ধে দুটি করে চার গোলে এগিয়ে চল সংঘের দুর্দান্ত জয় সুপার লিগে লাল বাহাদুর কে টপকে যাওয়ার পাশাপাশি লিগ পর্যায়ে একমাত্র পরাজয়ের মোক্ষম জবাব হয়েছে। গোলের শুরু খেলার ১৪ মিনিটের মাথায়, সত্যম শর্মার পা থেকে। দশ মিনিট বাদে শ্যাম কুমার আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দুই শূন্য করে নেয়। পক্ষান্তরে লাল বাহাদুরের রক্ষণভাগ ভেঙ্গে যাওয়ার মতো আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রাও গোল পরিশোধের সুযোগ করে উঠতে পারিনি। উপরন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটের মাথায় এগিয়ে চল সংঘের এল মিলন সিং আরও একটি গোল করলে ব্যবধান ৩-০ হওয়ার পাশাপাশি জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে চল অনেকটা এগিয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে, ইনজুরি টাইমে স্যামসন সালাম আরেকটি গোল করলে এগিয়ে চল-র পক্ষে গোল ব্যবধান ৪-০ তে চূড়ান্ত হয়। উল্লেখ্য, গোল না করলেও দারুণ খেলার সুবাদে এগিয়ে চল সংঘের সবাত জমাতিয়াকে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিকে মাথা গরম করে খেলার কারণে তথা খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারী লাল বাহাদুরের শাসন কুমার জমাতিয়াকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। এছাড়া, লাল মোয়ানা, লালমোয়ান পুইয়া, লালমাই জোয়ালা, বেঞ্জামিন লাল প্যাকশান এবং এগিয়ে চল-র স্যামসান সালামকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি নিজাম তামুলারি, বিপ্লব সিংহ, পল্লব চক্রবর্তী ও তাপস দেবনাথ।

আগরতলায় জাতীয় মহিলা ফুটবল রাজ্যদল গঠনের প্রস্তুতি জোরকদম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল গঠনের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ইতোমধ্যে ৩৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে সিলেকশন ট্রায়াল ক্যাম্প চলছে। কোচ সুজিত ঘোষ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ রাজেশ রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শিবির চলছে জোরকদমে। যথাসময়ে শিবিরে ডাক পাওয়া ৩৫ জন মহিলা ফুটবলার থেকে ২০ সদস্যের রাজ্য দল গঠন করা হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় মানের ফুটবল আসর এবার বসছে আগরতলায়। অক্টোবরে ২৯ তম সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তথা রাজমাতা জিজাভাই ট্রফি ২০২৪-২৫ এর গ্রুপ জি-এর ছয়টি ম্যাচ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ লীগের জি গ্রুপে স্বাগতিক রাজ্য ত্রিপুরার পাশাপাশি সিকিম, চন্ডিগড় ও গুজরাট রয়েছে। যথাসময়ে তিনটি রাজ্যের সিনিয়র মহিলা ফুটবলাররা যথারীতি আগরতলায় চলে আসবেন। ২০ অক্টোবর, প্রথম দিনে দুবেলায় দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম খেলায় সিকিম ও গুজরাট পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় খেলায় চন্ডিগড় খেলবে স্বাগতিক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে। ২২ অক্টোবর দ্বিতীয় দিনে প্রথম ম্যাচে গুজরাট খেলবে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ও সিকিম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৪ অক্টোবর গ্রুপ লীগের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে প্রথম ম্যাচে সিকিম খেলবে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ও গুজরাট পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের খেলোয়াররা ১৮ অক্টোবর আগরতলায় রিপোর্ট করবে। এদিকে, জাতীয় পর্যায়ের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আংশিক সূচি অনুযায়ী গ্রুপ লীগের ছয়টি ম্যাচ আগরতলায় সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নয়টি উপ-কমিটি গঠন করে দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে নেওয়া হয়েছে।

সুপার লিগ ফুটবলে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে রামকৃষ্ণ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে লড়াই করেও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের কাছে পরাজয়টা এখনোও যেন মেনে নিতে পারছে না। রামকৃষ্ণ ক্লাব প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও ওই পরাজয় আজও রামকৃষ্ণ ক্লাবকে প্রচন্ডভাবে ভাবিয়ে তুলছে। সুপার লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ে ফিরে রামকৃষ্ণ ক্লাব মুখ্যত সাফল্যের লক্ষ্যে অনেকটা আশা জিইয়ে রেখেছে। সন্ধ্যা সোয়া ৬ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশালোকের ম্যাচে প্রথমার্ধের ৭ মিনিটের মাথায় রামকৃষ্ণ ক্লাবের গোবিন্দাস সিং এর গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাব ১-০ তে এগিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এই জয় ধরে রাখার লক্ষ্যে যথেষ্ট চেষ্টা চালায়। গোল ব্যবধান বাড়ানোর চেয়ে গোলটি রক্ষা করার দায়িত্ব খেলোয়াড়রা কাঁধে তুলে নেয়। তবে সুযোগ বুঝে গোলমুখী আক্রমণ করতেও পিছপা হয়নি। খেলার শেষ পর্যায়ে ৮৬ মিনিটের মাথায় অলেন সিং আরো একটি গোল করলে ২-০ তে ব্যবধান চূড়ান্ত করে জয়ে ফিরে রামকৃষ্ণ ক্লাব দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে আসে। বিজয় রামকৃষ্ণ ক্লাবের সানা সিং পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এদিকে, ব্লাড মাউথের খেলোয়াররা গোল পরিশোধ করার সুযোগ পায়নি, উপরন্তু খেলার দুই অর্ধে ক্লাবের পাঁচজন খেলোয়ারকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি ধনেশ সাহ, রক্তিম সাহা, আদিত্য দেববর্মা ও পল্লব চক্রবর্তী।

সন্ধান চাই

Ref- Kakraban PS Case No-34/2024 dated- 03-08-2024 U/ S 13(2)3(5) of BNS 2023

পাশের ছবিটি পলাতক আসামী শ্রী আবাস সেন (২৩) পিতা- শ্রী মধুসূধন সেন অরফে মরন, সাং- ইশানচন্দ্র নগর, থানা - বিলোনীয়া, বিলোয়নী পশ্চিম ত্রিপুরা। আমবাসা উক্ত মোকাদমা কাকড়ান থানায় লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন হইতে সে পলাতক।
উক্ত আসামী সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকলে আমার তাহায় বর্থমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(প্রয়োজনে তথ্য দাতার পরিচয় গোম রাখা হবে)
১) এসপিডিআইবি গোমতী - ৯০৮৯৪০৮৩১০ / ৯৮০২১১৯৬১৩
২) ওসি কাকড়াবন থানা - ৮৭৮৭৭৯৭১৯৮

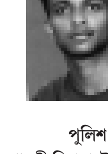

ICA/D-1022/24

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পরি

সেহা নং-৮(১)/বিডিও/জেএলবি/পি.এম.এ.ওয়াইজি/ডি.ইভি/২০২২-২৩ / ৭৪০ তারিখ:- ০১.১০.২০২৪

এতদ্বারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীন) প্রকল্পের অপেক্ষামান তালিকাভুক্ত (Annexure-D) নিম্নলিখিত বেনিফিসিয়ারীর অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে ২০২৩-২৪ ইং অর্থবছরের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীন) প্রকল্পের অধীন আপনার নামে ঘরের আনুমোদন দেওয়ার জন্য জেলা শাসক ও সমাহর্তা,দক্ষিন ত্রিপুরা -এর অনুমোদন ক্রমে ব্লক থেকে নোটিস জারী করা হয়।কিন্তু তদন্তক্রমে আপনাকে নিজ স্থায়ী ঠিকানায় স্ব-শরীরে পাওয়া যায় নি এবং কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য আপনাকে ঘর দেওয়া যাচ্ছে না। অতএব আপনি যদি উপরিউক্ত প্রকল্পের অধীন ঘর নিতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমানপত্র/প্রয়োজনীয় কাজগপত্র সহ জোলাইবাড়ী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত PMA(ও) সেকশানে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। অন্যথায় আপনার নাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীন) প্রকল্পের তালিকাভুক্ত (Annexure-D) থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীন) প্রকল্পের অপেক্ষামান তালিকা (Annexure-D) অনুযায়ী আপনার নাম আই ডি নম্বর এবং ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হল:-

ক্রমিক নং	বেনিফিসিয়ারীর নাম	আই ডি নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটির নাম
১	Dilip Shil	TR138345785	মুহুরীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
২	Kangja Mog	TR114827146	বিরেন্দ্রনগর ভিলেজ কমিটি

ICA/D-1018/24

(কৃষ্ণ চন্দ্র গুপ্ত, আই. এ. এস)
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়
জোলাইবাড়ী আর ডি ব্লক, দক্ষিণ ত্রিপুরা র

ঘোষনা

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, টেপানিয়া আর ডি রকের অধীন Mannual Scavenger ও Insanitary Latrine সমীক্ষায় কোন Mannual Scavenger 3 Insanitary Latrine পাওয়া যায় নি। সেহেতু, টেপানিয়া আর ডি ব্লককে Mannual Scavenger Insanitary Latrine মুক্ত বলে ঘোষনা করা হচ্ছে।
উক্ত বিষয়ে, কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন ধারানের ওজর ও আপত্তি থাকলে আগামী ৫ই অক্টোবর, ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে উক্ত অফিসে দরখাস্ত জমা করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ICA/D-1011/24

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
টেপানিয়া আর ডি ব্লক

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:03/TSR-14/QM/E-Tender/2024-25
DATED, 30/09/2024

The Commandant, 14th Bn TSR(IR-X), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 07/10/2024 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of C.C road from TSR-14 Bn main gate to join national highway (Length 26 mtr.) at HQr. 14th Bn. TSR. Hichacherra, Jolaibari South Tripura. DNIT No. 10/TSR-14/QM/E-TENDER/2024-25	Rs. 8,49,909.00	Rs. 8,499.00	45(forty five) days	Up to 15.00 Hrs on 07/10/2024	At 16.00 Hrs on 07/10/2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of barbed wire fencing 200 mtr. length for Quarter Guard at HQr. 14th Bn. TSR, Hichacherra, Jolaibari South Tripura. DNIT No. 11/TSR-14/QM/E-TENDER/2024-25	Rs.1,72,660.00	Rs. 1,726.00	45(forty five) days				
3	Construction of internal brick soiling road length 60mtr. (for Sos mess and Quarter Guard) with stair for Quarter Guard at HQr. 14th Bn. TSR, Hichacherra, Jolaibari South Tripura. DNIT No. 12/TSR-14/QM/E-TENDER/2024-25	Rs. 2,04,111.00	Rs. 2,041.00	30(thirty) days				
4	Construction of 01(one), 5000 ltr. capacity water tank for Quarter Guard at HQr. 14th Bn. TSR, Hichacherra, Jolaibari South Tripura. DNIT No: 13/TSR-14/QM/E-TENDER/2023-24	Rs. 1,39,747.00	Rs. 1,397.00	30(thirty) days				
5	Construction of 01(one), 5000 ltr. capacity water tank for SO's mess at HQr. 14th Bn. TSR, Hichacherra, Jolaibari South Tripura. DNIT No: 14/TSR-14/QM/E-TENDER/2024-25	Rs. 1,39,747.00	Rs. 1,397.00	30(thirty) days				

more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1875/24

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Shishir Kumar Das) Commandant,
14th Bn TSR(IR-X) Hichacherra,
Jolaibari, South Tripura

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ : গোল করে বাবাকে উৎসর্গ করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এলিট গ্রুপের ম্যাচে সোমবার রাতে কাতারের আল রাইয়ানকে ২-১ গোলে হারায় আল নাসর। প্রথমার্ধের শেষ দিকে প্রথম গোলটি করেন সাদিও মানে। দুই অর্ধে বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্টের পর রোনাল্ডো ৭৬ মিনিটে বক্সের ভেতর বল পেয়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে বল জালে জড়ান পর্তুগিজ তারকা। গোল করে বাবাকে তাঁর জন্মদিনে স্মরণ করেন আল নাসরের এই তারকা। এরপরে আকাশের দিকে হাত তুলে বাবাকে গোল উৎসর্গ করলেন রোনাল্ডো। হাজার গোলের স্বপ্ন পূরণের পথে তাঁর কেরিয়ারে গোল সংখ্যা হলো এখন ৯০৪টি। সাদিও মানে ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে জয় পায় আল নাসর। ৮৭তম মিনিটে অবশ্য একটি গোল শোধ করে দেয় আল রাইয়ান।

ফুটসাল বিশ্বকাপ : মরক্কোকে হারিয়ে সেমিতে ব্রাজিল

তাসখন্দ, ১ অক্টোবর (হি.স.): ফুটসাল বিশ্বকাপ জয়ের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ব্রাজিল। রবিবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে তারা মরক্কোকে ৩-১ গোলে হারাল। ব্রাজিলের জয়ের নায়ক মার্সেল, লিয়ান্দ্রো লিনো ও দিয়েগো। মরক্কোর হয়ে একটি গোল শোধ করেছেন ওতমানে। উল্লেখ্য ১৯৮৯ সালে যাত্রা শুরুর পর টানা তিন বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল। এরপর এক যুগের বিরতি। আবার ২০০৮ সালে শিরোপা পায় ব্রাজিল।এরপর ২০০৯ সালে পঞ্চম শিরোপা ঘরে তোলে ব্রাজিল। এরপর কেটে গেছে আরও এক যুগ। সবশেষ আসরে তারা তৃতীয় স্থান পায়।

এক দিনের সিরিজ হারল ইংল্যান্ড

ব্রিস্টল, ১ অক্টোবর (হি.স.): পাঁচ ম্যাচের সিরিজে প্রথম চারটি ম্যাচ হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। পঞ্চম ম্যাচ শুরুর আগে দুটি দলই দুটি করে ম্যাচ জিতেছিল।কিন্তু সিরিজের শেষ ম্যাচে আর সেই ধারা অব্যহত রাখতে পারল না স্বাগতিকরা। ব্যাটারদের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে বৃষ্টি আইনে হার মেনেছে হ্যারি ব্রুকের দল। রবিবার রাতে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে ইংল্যান্ডকে বৃষ্টি আইনে ৪৯ রানে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। শুরুতে ব্যাট করে ৪৯.২ ওভারে ৩০৯ রান করে ইংল্যান্ড। জবাবে ২০ ওভার ৪ বলে ২ উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রান করে অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ে ৫ ম্যাচের সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া।

PNIT NO: e-PT-24/W/EE/RDAD/2024-25
Dt. 30/09/2024

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 07/10/2024 for 1 (one) no work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1872/24
Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

Short Notice Inviting Tender in plain paper is hereby invited for "Procurement of Consumable items" for use in the AGMC & GBPH, Agartala. Subject to certain terms & conditions vide file No.F.3(24)-AGMC & GBPH/ S&P/General articals/2021-22 (Sub-IV) / 19981-85-
Last date of submission of offer to the Medical Superintendent & Head of Department, Agartala or before 4:00 pm of Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala on 18/10/2024 by Speed post/courier/registered post only.
The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from www.agmc.nic.in, A.G.M.C. Agartala prior to the last date of submission of the NIT.
ICA/C - 1885/24
Medical Superintendent & Head of Department A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala.

PNIT NO: ePT18/EE/RD/KCP/DIV/2024-25
DISPATCH NO:DIS/200930/2024
Dated 26.09.2024

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM of 18.10.2024 for 01 (ONE) No. project under R.D. Kanchanpur Division during the year 2024-25. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C / 1891/24
Executive Engineer RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

-: ঘোষনা :-

এত দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে শিলাছড়ি আর ডি ব্লকের অধীন Manual Scavenger ও Insanitary latrine সমীক্ষায় কোনো Manual Scavenger ও Insanitary latrine পাওয়া যায় নি। সেহেতু শিলাছড়ি আর ডি ব্লককে Manual Scavenger 3 Insanitary latrine মুক্ত বলে ঘোষনা করা হচ্ছে।
উক্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বিশেষের কোনো ধরনের উজর ও আপত্তি থাকলে আগামি ৫ ই অক্টোবর, ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে উক্ত অফিসে দরখাস্ত জমা করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ICA/D-1012/24

ইতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বি ডি ও) শিলাছড়ি আর ডি ব্লক
গোমতী জেলা, ত্রিপুরা

PNIe-T NO 68 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated 27/09/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Contractors/ Firms/ Manufacturers / Authorized Dealer having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Agartala for the following work:
Name of work: Annual Maintenance (AMC) & incidental repair, of Air Conditioning Machines were installed in the Belonia Sub- Divisional Hospital, Belonia for the year 2024-25
1. DNIeT No:44/ EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2024-25
2. Estimated Cost: Rs 8,47,361.00
3. Earnest Money: Rs 16947.00
4. Bid Fee: Rs 1,000.00
5. Last date & time for online Bidding: 17/10/2024 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1880/24
Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

The Executive Engineer, TUDA (Tripura Urban Planning & Development Authority) invites e-tender against PNIET No.: 47EE/TUDA/2023-24 dated 25.09.2024 for Construction of Vegetable & Fish Market in Vidhyasagar Market Belonia, South Tripura District, Tripura under Special Assistance for Capital Investment during the financial Year 2023-24 (Urban Reform Part-III) with following salient details.
1. Estimated Cost: Rs. 12,16,10,663.00 (Rupees Twelve Crore Sixteen Lakh Ten Thousand Six Hundred Sixty -Three only)
2. Bid Fee: Rs. 10,000.00 (Rupees Ten Thousand Only)
3. Earnest Money: Rs 24,32,000.00 (Rupees Twenty-Four Lakh Thirty-Two Thousand only)
4. Time of Completion: 730 days
5. Last date & time for online Bidding: 28.10.2024 up to 1500 Hours
6. Bid Opening Date and Time: 28.10.2024 up to 1630 Hours
7.Pre-bid meeting: 05.10.2024 at 16:30 Hours
For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in
ICA /C- 1899/24
(Er. N.K.Jamatia)
Executive Engineer
Tripura Urban Planning & Development Authority (TUDA) Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25
Dt. 26-09-2024

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate /item-rate e-tender in single bid two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/39/2024-25	6,15,73,755.00	12,31,475.00	540 (Five Hundred Forty) days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 28-10-2024
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 28-10-2024
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C-1896/24

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division,
PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজ্য সরকারকে আরও ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা, ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১ অক্টোবর: ত্রিপুরায় বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসডিআরএফ খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এবং এনডিআরএফের অগ্রিম বরাদ্দ থেকে আরও ২৫ কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ্যাডিআরএফ খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এবং এনডিআরএফ-র অগ্রিম বরাদ্দ থেকে আরো ২৫ কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়ার হয়েছে। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রী অমিত শাহকে রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি।এদিন তিনি আরও বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের সহযোগিতায় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই অনাহুত বিপর্য্যয়ে ক্ষতি সারিয়ে ত্রিপুরা পুনরায় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসবে।

শারদোৎসবে সামিল হচ্ছে উদীচী ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর: শারদোৎসবে সামিল হচ্ছে উদীচী ক্লাব। সমস্ত অভিযোগের অবসান ঘটিয়ে মায়ের আরাধনায় সামিল হচ্ছে রাজধানীর উদীচী ক্লাব। এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আগরতলা শিবনগর এলাকার উদীচী ক্লাবের বিরুদ্ধে চাঁদার জুলুমবাজির অভিযোগ এনেছিলেন স্থানীয় এক ডাক্তার পরিবার। পরবর্তী সময়ে এই খবর থানা পর্য্যন্ত গড়ায়। কড়া পদক্ষেপ নেয় আরক্ষা প্রশাসন। পুজোর মুখে রাজধানীর উদীচি ক্লাবের পুজোর প্রশাসনিক অনুমতি বাতিল করল জেলা প্রশাসন। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানিয়েছিলেন চাঁদার জুলুমবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করেছে আরক্ষা প্রশাসন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রবীণরা সমাজের পথ প্রদর্শক: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ১ অক্টোবর : প্রবীণরা সমাজের পথ প্রদর্শক। প্রবীণদের সৎ পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করলে সমাজ, রাজ্য ও দেশ উপকৃত হবে। আজ যারা নবীন তার একদিন প্রবীন হবেন। তাই প্রবীণদের আশ্রয়ে নতুন নতুন বৃদ্ধ আশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রম গড়া নয়, এই সামাজিক ব্যাধি থেকে সমাজকে বেড়িয়ে আসতে হবে। প্রবীণদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হবে। তবেই আজ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন সার্থক হয়ে উঠবে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় একথা বলেন।

উল্লেখ্য, এবছর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের মূল ভাবনা হচ্ছে- 'মর্যাদার সাথে বার্ধক্যঃ বিশ্বব্যাপী বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য যত্ন এবং সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব'। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, প্রবীণরা হলেন একটি পরিবারের মূল চালিকাশক্তি। তাই তাদের কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তাদের সৎ পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। এ কাজটি নিজ নিজ ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। তাই বিভিন্ন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রবীণদের যে আশ্রয় এই সামাজিক ব্যাধি ধীরে ধীরে দূর করতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার পরিচালিত মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি ওল্ড এইজড হোম ও আশ্রয় ওল্ড এইজড হোম রয়েছে। এছাড়া রাজ্যে এনজিও পরিচালিত ৬টি হোম রয়েছে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রবীণদের কল্যাণ, দিব্যাঙ্গজনদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি প্রদান, বালিকা বিবাহ রোধ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার দিব্যাঙ্গ রয়েছেন। এরমধ্যে ৩০ হাজার জনের মধ্যে ইউডিআইডি কার্ড বিতরণ করা হয়ছে। ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৩ জন প্রবীণকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার প্রকল্পে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আগরতলার পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, প্রবীণদের জন্য মানুষের মনে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। "লিগ্যাল প্রভিশনস ফর সিনিয়র সিটিজেন বিষয়ে আলোচনা করেন আইন দপ্তরের উপসচিব শঙ্খ শুভ্র দত্ত। তিনি পিতা-মাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত আইন-২০০৭ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জিলা শ্রেষ্ঠ ৯০ বছর ঊর্দ প্রবীণ সম্মান ভূষণ চন্দ্র দাসকে, জিলা শ্রেষ্ঠ ৭০ বছর উর্দ প্রবীণ কর্মজীবন সম্মান নিত্যানন্দ আচার্য্যকে, জিলা শ্রেষ্ঠ ৬০ বছর উর্দ প্রবীণ সৃজনকলা সম্মান প্রদীপ দাসকে এবং জিলা শ্রেষ্ঠ ৬০ বছরের উর্দ সুভাষ গন চৌধুরীকে প্রবীণ সাহসিকতা সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় শংসাপত্র, স্মারক ও ৫ হাজার টাকার চেক। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমনের প্রতিবাদে বাইখোড়া বাজারে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ অক্টোবর: বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভুজি করুনেশ্বর মাধব দাসের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হয়। বর্তমান সময়ে উগ্র মৌলবাদ জিহাদীদের দ্বারা বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির ভাঙ্গা, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত আক্রমনের প্রতিবাদে হিন্দুধর্মের লোকজনদের নিয়ে বাইখোড়া বাজারে এক প্রতিবাদ মিছিল ও বাজারসভা অনুষ্ঠীত করা হয়।

প্রভুজীর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ব্যাপক হারে লোকজন মিছিলে অংশগ্রহন করে। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দির প্রাঙ্গন থেকে এই মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বাইখোড়া বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বেতাগা বাজার হয়ে পুনরায় বাইখোড়া বাজারে এসে সমাপ্তি হয়। মিছিলের শ্লোগানের মাধ্যমে সকলে হিন্দুদের উপর আক্রমনের ধিক্কার জানানো হয়। প্রতিবাদ মিছিল শেষে সকলে বাজারে এসে বাজার সভায় মিলিত হয়।

বাজারসভার মাধ্যমে বাংলেদেশে উগ্র মৌলবাদী জিহাদীর আক্রমনের তীব্র নিন্দা জানান বিভিন্ন সাধু সন্নাসি সহ সনাতনী ধর্মালম্বীরা। আজকের প্রতিবাদ মিছিল শেষে সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস বাংলাদের বর্তমান উপদেষ্টা ইউনূসুরকে হুশিয়ারীদিয়ে বলেন এইভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমন চললে সকলে তিব্র আন্দোলনে সামিলহবে।

উনার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মুসলমানের কোরান শরিফের বিভিন্নদিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন কোরানে যদি কোনোপ্রকারের এইধরনের সাম্প্রদায়িক অত্যাচার, হিংসার কথা উল্লেখ থাকে তাহলে তিনি নিজ ধর্মত্যাগ করবেন। প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস উনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুসলমানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দিকগুলো তুলে ধরলেন।

নবকলেবরে স্বাস্থ্য সংবাদের দ্বিতীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ অক্টোবর: নবকলেবরে প্রকাশিত হল স্বাস্থ্য সংবাদের দ্বিতীয় সংখ্যা। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আজ জাতীয় রক্তদান দিবস, এবি-পিএমজেএওয়াই এর ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তি ও এবিডিএম এর ৩য় বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে এই স্বাস্থ্য সংবাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই স্বাস্থ্যসংবাদে রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যের শুভেচ্ছা বার্তা রয়েছে।

আজ এই স্বাস্থ্য সংবাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ডাঃ সমিত রায় চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) এইচ. পি শর্মা, ডিআইজি ইপ্পার মনচাক দায়নোবা, টিএইচপিএস এর সিইও ডাঃ শুভেন্দু দেববর্মা, বিভিন্ন দপ্তরের অধিকারিক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য দপ্তর নিরন্তরভাবে জনগণকে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে আসছে। এই কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করার পাশাপাশি যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরলসভাবে দিবারাত্র পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই স্বাস্থ্য সংবাদ প্রকাশিত হল। উল্লেখ্য মুখ্যসচিব জে কে সিনহা স্বাস্থ্য সচিব থাকাকালীন প্রতি মাসে স্বাস্থ্য দপ্তর যে প্রেস রিলিজ গুলি প্রকাশ করত সেগুলি সংকলিতভাবে স্বাস্থ্য সংবাদ হিসেবে দপ্তরে সংরক্ষিত হত। বেশ কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যের আন্তরিক আগ্রহে স্বাস্থ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়। এটিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রচারের মুখপত্র হিসেবে রূপ দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা জুন ২০২৪ সংখ্যা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেন। এবার সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সংখ্যাটি প্রকাশ করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এই স্বাস্থ্য সংবাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হয় এবং এর প্রকাশনার দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা। স্বাস্থ্য সংবাদ-এ দপ্তরের বিভিন্ন কার্য্যক্রম ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উদ্যোগে শচীন দেববর্মনের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

আগরতলা, ১ অক্টোবর : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উদ্যোগে সুর সম্রাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে।

আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী দত্ত, তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত, শচীন দেববর্মণ ১ অক্টোবর ১৯০৬ বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিল। আজ তাঁর জন্মবার্ষিকী। শচীন দেব বর্মন ছিলেন ভারতীয় বাংলা ও হিন্দী গানের কিংবদন্তীতুল্য ও জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক , সুরকার , গায়ক ও লোকসঙ্গীত শিল্পী। প্রায় একশো বছর পার করেও বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে তার কালোত্তীর্ণ গানের আবেদন কিছুমাত্র লঘু হয়নি। কেবল সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে নয়, গীতিকার হিসাবেও তিনি সার্থক। তিনি বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া, তিনি ২ বার সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

পাতালকন্যাকে বহিষ্কার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর: দুই নৌকায় পা দিয়ে পাতালকন্যার রাজনৈতিক বৈতরণী পার মেনে নেয়নি শাসক দল বিজেপি। দল বিরোধী কার্য্যকলাপ এবং দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রদেশ বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাতালকন্যা জামতিয়াকে দল থেকে বহিস্কার করেছে বিজেপি। উল্লেখ্য, সোমবার ত্রিপুরা পিপলস ফন্ট এর শাখা ত্রিপুরা পিপলস সোসালিস্ট পার্টির সুপ্রিমো হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেন পাতালকন্যা জমাতিয়া। বিজেপিতে থেকেই অন্য রাজনৈতিক দলের সুপ্রিমো হিসেবে পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি অকপটে জবাব দেন, তিপরা মথা দলের সদস্য যদি বিজেপির টিকিটে সাংসদ হতে পারেন তবে তিনিও অন্য দলের সুপ্রিমো হতে পারেন। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু উনার এই মনোভাব মেনে নেয়নি শাসক দল বিজেপি।এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রদেশ সভাপতির নির্দেশ অনুসারে এবং প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত এক আদেশে পাতালকন্যার সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে।বেশ কিছু দিন ধরেই দল বিরোধী কাজ করছিলেন পাতালকন্যা। বিজেপিতে থেকেই দল বিরোধী একাধিক বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন। প্রদেশ নেতৃত্বরা তখনই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন বলে জানিয়েছিলেন। পাতালকন্যা জমাতিয়ার এই রাজনৈতিক দেওলিয়াপনা কোনোভাবেই মেনে নেয়নি বিজেপি। এবারে তার সদস্যপদ বাতিল করলো নেতৃত্বরা।

দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর: অবৈধভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে আসা দুই যুবককে হাতেনাতে ধরল এলাকাবাসী। পরবর্তী সময়ে উত্তম মধ্যম দিয়ে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ মধুপুর নোয়াবাড়ি এলাকায় দুই যুবককে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখতেন পান। সাথে সাথে তাঁরা ওই দুই যুবককে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। এদিকে, অভিযুক্ত দুই যুবক অবৈধভাবে সীমান্ত পারাবারের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

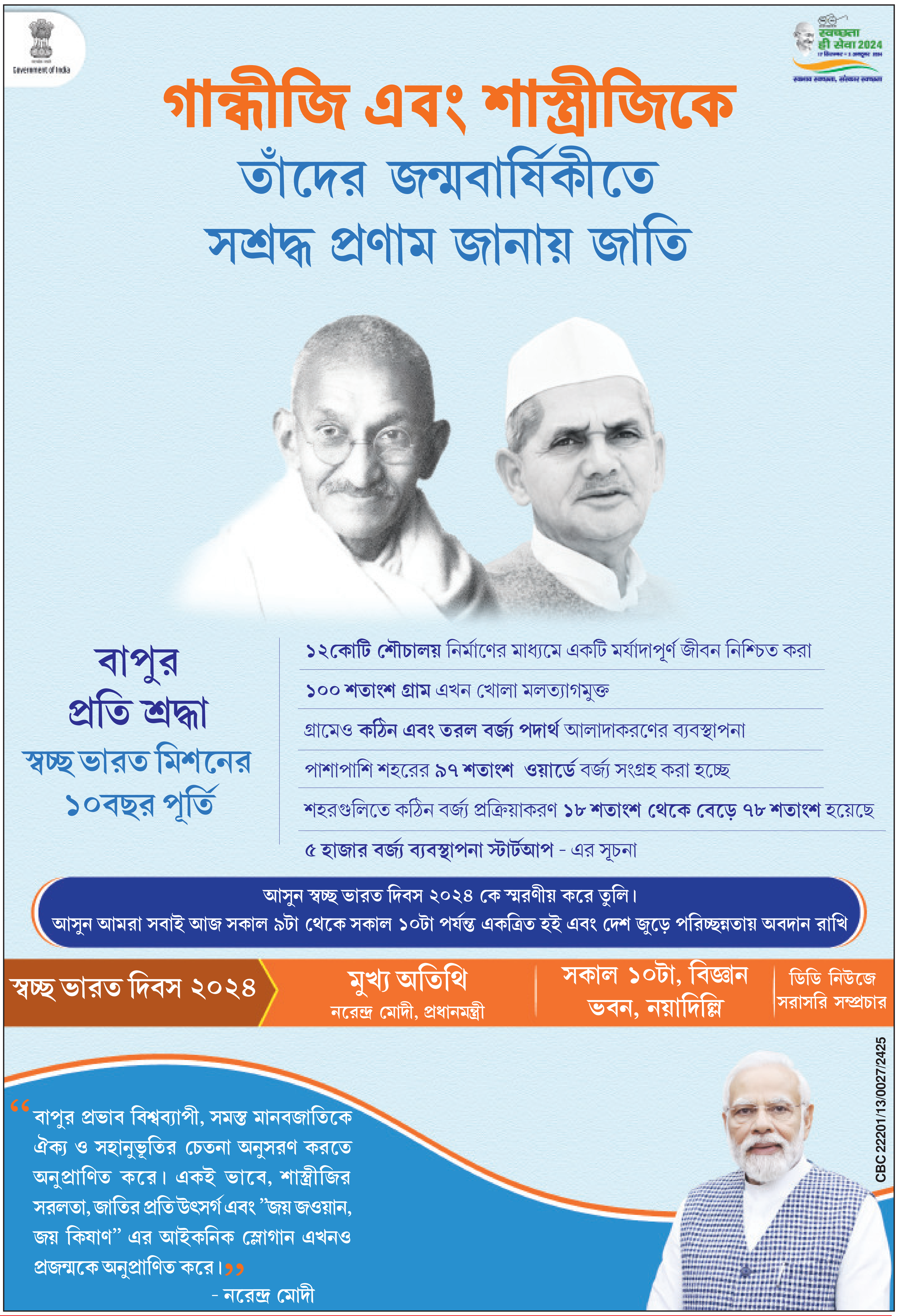

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।